ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

দুর্গেশ-নন্দিনী

"দুর্গেশ-নন্দিনী" শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নব-নাট্যরূপায়ণ

নাট্যরূপ :

মহেন্দ্র গুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৫৬

মূল্য—২'৫০

মুদ্রাকর :
শ্রীনিত্যানন্দ পাত্র
ভারতী প্রেস
১৪, হরিপদ দত্ত লেন,
কলিকাতা ৬

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসখানি নাট্যাকারে গ্রথিত করে, ১৯৪৩ সালে আমারই পরিচালনায় স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। তখন এই নাটকের প্রয়োগ পদ্ধতির অভিনবত্ব বাংলাদেশের নাট্যরসিক সমাজে বেশ খানিকটা আলোড়ন উপস্থিত করেছিল। মঞ্চের ওপর আর একটি দ্বিতল মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল এবং সেই দ্বিতল মঞ্চে কোনও বিরতি না ঘটিয়ে একই সঙ্গে চারটি দৃশ্যের যুগপৎ উপস্থাপনা সম্ভবপর হয়েছিল। Dr. Das Gupta তাঁর Indian Stage গ্রন্থে "দুর্গেশনন্দিনীর" মঞ্চ প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখেছেন—"Scenic arrangement with representations on two floors on the stage was good and marked a novel improvement." ঐরূপ প্রয়োগ-পদ্ধতির অনুসরণ করা শৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই তখনকার নাট্যরূপ আমি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিনি। "দুর্গেশ-নন্দিনী" শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনেকেই আমায় অনুরোধ করেছেন নতুন করে উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দিতে। অপেশাদারী নাট্য-সংস্থার পক্ষে অভিনয় উপযোগী করেই এবারকার এই নাট্য-রূপায়ণ। ইতি—

এপ্রিল, ১৯৫৬ মহেন্দ্র গুপ্ত

চরিত্রাবলী

পুরুষ

বীরেন্দ্রসিংহ	...	গড়মান্দারণ দুর্গ-অধিপতি
অভিরাম স্বামী	...	ঐ গুরুদেব
জগৎসিংহ	...	মানসিংহের পুত্র
গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ	...	জনৈক ব্রাহ্মণ
কতলু খাঁ	...	পাঠান নবাব
ওসমান খাঁ	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি
ইব্রাহিম		পাঠান সেনানী
খাজা ঈশা		পাঠান সেনানী
করিম বক্স		পাঠান সেনানী
রহিম শেখ		পাঠান সেনানী
হেকিম		

স্ত্রী

বিমলা	...	কে ?
তিলোত্তমা	...	বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা
আশমানী	...	ঐ পরিচারিকা
আয়েষা	...	কতলু খাঁর কন্যা

দুর্গেশ-নন্দিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শৈলেশ্বর মন্দির অভ্যন্তর। একপাশে শ্বেতপ্রস্তরের শিবমূর্তি। মন্দির মধ্যে ভয়ার্ত বিমলা ও তিলোত্তমা। বাইরে ঝড়জল। মন্দির-দ্বারে করাঘাত ও পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল।]

জগৎ সিংহ (নেপথ্যে) মন্দির মধ্যে কে আছ? দ্বার খোল, দ্বার খোল—

(তিলোত্তমা সভয়ে বিমলার দিকে চাহিল)

তিলোত্তমা। দরজা খুলে দেবে?

বিমলা। খুলে দেব!

তিলোত্তমা। ঐ শুনছ না, কে ডাকছে?

বিমলা। কিন্তু—কে ও?

তিলোত্তমা। হয়ত কোনো পথিক, ঝড়জলে বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চাইছে। তুমি দরজা খুলেই দাও।

বিমলা। (এক পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল) কিন্তু ভাবছি, যদি কোনো শত্রু হয়?

তিলোত্তমা। শত্রু!

বিমলা। আমরা দুজন রমণী মাত্র। এই ঝড়জলের রাতে যদি কোনো দুর্বৃত্তের হাতে পড়ি। না, না, দরজা খুলব না, দেখি কি হয়—

(নেপথ্যে—আবার করাঘাত)

জগৎসিংহ। এখনো বলছি, দরজা খোল, নইলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব। খোলো বলছি, খোলো—খোলো—

(দরজা ভাঙ্গার শব্দ! অন্ধকারে খোলা দ্বারপথে বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল সশস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভয়ে বিমলা ও তিলোত্তমা একপাশে অন্ধকারে লুকাইল।)

জগৎ। কে? কে তোমরা মন্দির মধ্যে? অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না, তোমরা পুরুষ কি নারী। যেই হও, শোনো, আমি পরিশ্রান্ত, এই মন্দিরে একটু বিশ্রাম চাই। যদি পুরুষ হও, আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করো না, ব্যাঘাত ঘটালে তার দণ্ড ভোগ করতে হবে। আর যদি স্ত্রীলোক হও, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যেতে পারো। রাজপুতের হাতে তরবারি থাকতে তোমাদের গায়ে কুশাঙ্কুরও বিঁধবে না।

বিমলা। আপনি কে?

জগৎ। নারী কণ্ঠ! আমার পরিচয়ে আপনার কি হবে?

বিমলা। আমরা বড় ভীত হয়েছি।

জগৎ। আমি যেই হই, নিশ্চিত জানবেন, আমি এখানে উপস্থিত থাকতে আপনাদের কোনো আশঙ্কা নেই।

বিমলা। আপনার কথা শুনে সাহস হ'ল। আমরা আজ সন্ধ্যায় শৈলেশ্বরের পূজা দিতে এসেছিলাম। পথে ঝড় উঠল। আমাদের শিবিকার বাহকেরা আমাদের ফেলে কোথায় গেছে, বলতে পারি না।

জগৎ। সেজন্য চিন্তা করবেন না। ঝড় থেমে এসেছে। একটু পরেই আমি নিজে আপনাদের গৃহে পৌঁছে দেব।

বিমলা। শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

জগৎ। আপনারা বরং এক কাজ করুন! কিছুক্ষণ সাহসে ভর করে এখানে থাকুন। আমি দেখি, একটা প্রদীপ সংগ্রহ করে আনতে পারি কিনা।

বিমলা। আর প্রদীপের প্রয়োজন হবে না। ঐ দেখুন মেঘ কেটে গেছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

জগৎ। সত্যিই তো এই চাঁদের আলোয়—

(চাঁদের আলোয় তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের পরস্পর দৃষ্টি মিলিত হইল। উভয়ের বিমুগ্ধ বিস্ময়। অস্ফুটধ্বনি উঠিল ..)

সুন্দর!

তিলোত্তমা। এই অপরূপ চন্দ্রোদয়!

বিমলা। কোথায়?

তিলোত্তমা। মন্দিরে!

বিমলা। মন্দিরে?

তিলোত্তমা। (লজ্জিত হইয়া) না, না, আকাশে, আকাশে।

বিমলা। হুঁ! মহাশয়, এইবার অনুমতি করুন, আমরা আমাদের গৃহের দিকে অগ্রসর হই।

জগৎ। কিন্তু আপনার সখীর মত রূপসীকে তো বিনা রক্ষকে ছেড়ে দিতে পারি না। চলুন, আমি আপনাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিমলা। মহাশয়, আমাদের অকৃতজ্ঞ মনে করবেন না। আপনি আমাদের পৌঁছে দিলে আমরা সৌভাগ্য বলে জানব। কিন্তু, আমার প্রভু, এই কন্যার পিতা যখন জিজ্ঞাসা করবেন "তুমি এই রাত্রে কার সঙ্গে এসেছ" তখন ইনি কি উত্তর দেবেন?

জগৎ। কি উত্তর দেবেন? এই উত্তর দেবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে এসেছি।

তিলোত্তমা। যুবরাজ জগৎসিংহ!

বিমলা। যুবরাজ জগৎসিংহ! যুবরাজ, না জেনে সহস্র অপরাধ করেছি। অবোধ স্ত্রীলোককে নিজগুণে মার্জনা করবেন।

জগৎ। (সহাস্যে) এ সকল গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ক্ষমা করি,

যদি তোমাদের পরিচয় দাও। পরিচয় না দিলে, অবশ্য সমুচিত দণ্ড দেব।

বিমলা। স্বীকৃত আছি দণ্ড নিতে! কি দণ্ড, আজ্ঞা হোক?

জগৎ। তাহলে দণ্ড স্বরূপ আমি নিজে তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

বিমলা। আপনি নিজে? কিন্তু—

(নেপথ্যে অশ্বক্ষুরধ্বনি)

জগৎ। একি, অশ্বক্ষুরধ্বনি! কার অশ্ব? তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি এখুনি আসছি। [প্রস্থান]

তিলোত্তমা। বিমলা!

বিমলা। বলো—

তিলোত্তমা। না, থাক।

বিমলা। বলেই ফেল না? বুঝেছি, কি লো, শিবসাক্ষাতে স্বয়ংবরা হবি নাকি?

তিলোত্তমা। তুমি নিপাত যাও।

বিমলা। হুঁ। মন্দিরে চন্দ্রোদয় শুনে আগেই বুঝেছি—লক্ষণ সুবিধের নয়।

তিলোত্তমা। আঃ! বিমলা!

বিমলা। আচ্ছা, এই আমি চুপ করলাম। আর একটি কথা বলব না। একেবারে মৌনব্রত ধারণ করলাম।

তিলোত্তমা। বাঃ রে, আমি বুঝি তাই বলেছি! শোনোই না, আচ্ছা, তুমি রাজপুত্রকে আমাদের পরিচয় দিচ্ছ না কেন?

বিমলা। কেন দিচ্ছি না, সে কথার উত্তর আমি তোমার পিতার কাছে দেব।

তিলোত্তমা। ওই যে, কুমার আসছেন।

(জগৎসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

জগৎ। ঝড়ে-জলে আমার অনুচরেরা ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা এসে গেছে। তোমাদের জন্য শিবিকা আনতে পাঠাচ্ছিলুম—এমন

সময় দেখলুম কয়েকজন শিবিকাবাহী এই দিকেই আসছে। দেখতো, ওরা তোমাদের লোক কিনা ?

বিমলা। (নেপথ্যে চাহিয়া) হ্যাঁ, ওইতো, আমাদেরই শিবিকাবাহক।

জগৎ। তবে আমি আর এখানে দাঁড়াব না। আমার সঙ্গে ওদের দেখা হলে অনিষ্ট হতে পারে। আমি চললাম। শৈলেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক। আর তোমাদের কাছে প্রার্থনা, তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল একথা এক সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশ কোরো না।

বিমলা। কথা দিচ্ছি প্রকাশ করব না যুবরাজ।

জগৎ। আমার কথা যাতে বিস্মৃত না হও, তাই এই স্মৃতিচিহ্নটি দিয়ে গেলাম।

(উষ্ণীষের হীরক হার দান করিলেন, বিমলা গ্রহণ করিল)

আর তোমার প্রভুকন্যার পরিচয় জানতে পারলাম না, এই কথাটাই স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রইল আমার মনের মাঝখানে।

বিমলা। যুবরাজ, পরিচয় দিলাম না বলে, আমাকে অপরাধী ভাববেন না কেন আজ পরিচয় দিলাম না, তার অবশ্যই উপযুক্ত কারণ আছে যদি পরিচয় জানতে সত্যই আপনার নিতান্ত কৌতূহল হয়ে থাকে তবে আজ থেকে পক্ষকাল পরে কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাব বলে দিন, সেখানেই পরিচয় দেব।

জগৎ। বেশ। তা হ'লে আজ থেকে পক্ষকাল পরে রাত্রিকালে এই মন্দির মধ্যেই আমার দেখা পাবে। এখানে দেখা না পাও—জীবনে তা হলে আর দেখা হবে না। আমি তবে—

[প্রস্থান]

তিলোত্তমা। বিমলা—

বিমলা। ছিঃ, চোখের জল মুছে ফেল তিলোত্তমা। আমি বলছি, নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। শৈলেশ্বর নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গড়মান্দারণ দুর্গের অভ্যন্তরস্থ প্রাসাদ চত্বর।

(বীরেন্দ্র সিংহ ও অভিরাম স্বামীর প্রবেশ)

বীরেন্দ্র। আমায় কি জন্য স্মরণ করেছেন গুরুদেব ?

অভিরাম। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বীরেন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

অভিরাম। মনে হয় মোগল পাঠানে তুমুল যুদ্ধ আসন্ন, তুমি এখন কি করবে বীরেন্দ্র সিংহ ?

বীরেন্দ্র। মোগল পাঠানের গৃহ যুদ্ধে আমার কি করণীয় আছে গুরুদেব ? তবে এ কথা নিশ্চয় মোগল হোক, আর পাঠান হোক, যে কেউ আমার গড়মান্দারণ আক্রমণ করবে তাকে ধ্বংস করতে বীরেন্দ্র সিংহ জীবনপণ যুদ্ধ করবে।

অভিরাম। এ তোমার মত বীরের উপযুক্ত কথা। কিন্তু ভেবে দেখ বীরেন্দ্র, গড়মান্দারণে এক সহস্রের অধিক সেনা নাই। মোগল বা পাঠান উভয় পক্ষেরই সেনা বল তোমার চেয়ে শতগুণ। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে শত্রুতা করে লাভ কি ? দুই শত্রুর চেয়ে এক শত্রু ভাল নয় কি ?

বীরেন্দ্র। আপনি আমাকে কি করতে আদেশ করেন ?

অভিরাম। আমার পরামর্শ, তুমি এ সময় একপক্ষ গ্রহণ করো।

বীরেন্দ্র। কোন পক্ষ ?

অভিরাম। রাজপক্ষ।

বীরেন্দ্র। রাজা কে ? মোগল পাঠান, দু'জনেরই রাজত্ব নিয়ে বিবাদ।

অভিরাম। যিনি কর গ্রাহী তিনিই রাজা।

বীরেন্দ্র। আকবর শাহ ?

অভিরাম। হ্যাঁ।

বীরেন্দ্র। কিন্তু গুরুদেব, স্মরণ রাখবেন, আকবর বাদশাহের সেনাপতি হয়ে এসেছে মানসিংহ। যে মানসিংহের বক্ষ রক্তে দু'হাত রঞ্জিত করব বলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অভিরাম। স্থির হও বীরেন্দ্র। ক্রোধে আত্মহারা হয়ো না।

বীরেন্দ্র। আত্মহারা হইনি গুরুদেব, এ আমার স্থির সঙ্কল্প। আজও ভুলতে পারিনি দিল্লী নগরীতে মানসিংহ কৃত সেই ঘোর অপমান। হ্যাঁ স্বীকার করি, উন্মুখ যৌবনে মানসিংহের অন্তঃপুরচারিনী শূদ্রাণী কন্যা বিমলার প্রতি আমার আসক্তি জন্মেছিল। আমাদের উভয়ের নিভৃত সাক্ষাৎকালে মানসিংহ আমাকে কারারুদ্ধ করল। আদেশ জানাল শূদ্রাণী বিমলাকে বিবাহ করতে হবে, নইলে আজীবন বন্দী হয়ে থাকতে হবে লৌহ কারাগারে। শূদ্রাণী হবে গড়মান্দারণের অধিশ্বরী অন্যথায় কারাকক্ষে আমার মৃত্যু হবে।

অভিরাম। না বীরেন্দ্র, শূদ্রাণী কন্যা বিমলাকে গড়মান্দারণ অধিশ্বরী হয়নি গোপনে তোমাদের বিবাহ দিয়ে মানসিংহের কারাগার থেকে তোমায় মুক্ত করে এনেছি সত্য, কিন্তু বিমলাকে তোমার পত্নীত্বে অধিকার, গড়মান্দারণ দুর্গেশ্বরীর অধিকার কোন দিন চায় নি দুর্গেশ্বরী ছিলেন তোমার স্বর্গগতা প্রথমা পত্নী, দুর্গেশনন্দিনী—তাঁর কন্যা তিলোত্তমা। সবার কাছে বিমলার পরিচয় সে তোমার পরিচারিকা মাত্র।

বীরেন্দ্র। জানি গুরুদেব! সে বিমলার মহত্ত্ব। বিমলা নারী-রত্ন, তার সেবা যত্নে আমি মুগ্ধ, মুগ্ধ আমার কন্যা তিলোত্তমা। বিমলার জন্য সব করতে পারি, কিন্তু মানসিংহকে এ জীবনে ক্ষমা করতে পারি না।

অভিরাম। মানসিংহের অপরাধের জন্য তুমি বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে?

বীরেন্দ্র। প্রয়োজন হ'লে তাও করব। মোগল সেনাপতি মানসিংহের অধীনে থেকে তার আদেশ প্রতিপালন করতে পারব না।

অভিরাম। বীরেন্দ্র!

বীরেন্দ্র। না গুরুদেব, আমায় মার্জনা করবেন। একান্তই যদি আমায় কোন পক্ষ অবলম্বন করতে হয়—আমি পাঠান কতলু খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলের কৃতদাস মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

অভিরাম। এই তোমার সঙ্কল্প?

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ গুরুদেব। অস্ত্র যদি কোষমুক্ত করতে হয়,—সে অস্ত্র ঝলসে উঠবে মানসিংহের মাথার উপরে,—মানসিংহের ইঙ্গিতে চালিত হবার জন্য নয়।

অভিরাম। বেশ, তোমার যদি এই সঙ্কল্প হয়—তাই কোরো বীরেন্দ্র সিংহ। বুঝলাম, শত চেষ্টাতেও নিয়তির গতি রুদ্ধ করা যায় না।

বীরেন্দ্র। নিয়তির গতি?

অভিরাম। শোন বীরেন্দ্র—আমি কয়েকদিন যাবৎ জ্যোতিষ গণনায় নিযুক্ত আছি। তোমার তো অজ্ঞাত নয় যে, তোমার কন্যা তিলোত্তমা তোমার চেয়েও আমার স্নেহের পাত্রী! এ কয়দিন আমি তিলোত্তমার ভবিষ্যৎ গণনা করছিলাম।

বীরেন্দ্র। গণনায় কি দেখলেন?

অভিরাম। যা দেখলাম, সে অতি ভয়ঙ্কর!

বীরেন্দ্র। বলুন গুরুদেব, কি সে ভয়ঙ্কর—আমায় বলুন? তিলোত্তমার ভবিষ্যৎ -

অভিরাম। মোগল সেনাপতির দ্বারা বিপন্ন হবে। মোগল সেনাপতি দ্বারা তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল—

বীরেন্দ্র। গুরুদেব, গুরুদেব—

অভিরাম। তুমি মোগলের বিপক্ষাচরণ করলেই—মোগল সেনাপতি দ্বারা

অমঙ্গল সম্ভাবনা হতে পারে, মোগলের স্বপক্ষে থাকলে নয়। শুধু এই জন্যই তোমাকে মোগল পক্ষ গ্রহণ করতে বলেছিলাম। কিন্তু মানুষের চেষ্টা বিফল, ললাট লিপি অবশ্য ঘটবে। নইলে তুমিই বা এত স্থির প্রতিজ্ঞ হবে কেন ?

বীরেন্দ্র। আমায় একটু ভাববার অবসর দিন গুরুদেব—একটু অবসর দিন—

অভিরাম। অবসর ? কোথায় অবসর বীরেন্দ্র? তোমার দ্বারদেশে পাঠান কতলু খাঁর দূত দণ্ডায়মান।

বীরেন্দ্র। সে কি গুরুদেব ! কতলু খাঁ দূত পাঠিয়েছে ?

অভিরাম। হ্যাঁ, তাকে দেখেই আমি তোমার কাছে এসেছি। আমি নিষেধ করেছিলাম, তাই দৌবারিক এতক্ষণ তাকে তোমার কাছে আসতে দেয়নি। তোমাকে আমার যা বলবার ছিল শেষ হয়েছে। এখন পাঠান দূতকে ডেকে তোমার বক্তব্য তাকে জানিয়ে দাও

বীরেন্দ্র। আমার বক্তব্য !

অভিরাম। এই নাও কতলু খাঁর পত্র। (পত্র দান) তোমার এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা আর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা কতলু খাঁকে উপঢৌকন দিতে হবে। অন্যথায় কতলু খাঁ তার বিশ সহস্র সেনা গড়মান্দারণে প্রেরণ করবেন।

বীরেন্দ্র। হুঁ—কতলু খাঁর দূতকে আমি আমার উত্তর জানিয়ে আসছি গুরুদেব।

অভিরাম। কি উত্তর দেবে ?

বীরেন্দ্র। উত্তর ? আমার সহস্র সৈনিক কতলু খাঁর শিবিরে যাবে না,—গড়মান্দারণ দুর্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে তারা মুক্ত তরবারি হস্তে অভ্যর্থনা জানাবে কতলু খাঁর বিশ সহস্র পাঠান সৈনিককে।

অভিরাম। কিন্তু তার পরিণাম—?

বীরেন্দ্র। পরিণাম ? পরিণাম হয়ত ধ্বংস। তবু আপনি তো জানেন গুরুদেব, আমার বিশ্বসংসার একদিকে আর মাতৃহারা কন্যা অন্যদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে হয় সেও ভাল, তবু তিলোত্তমার অমঙ্গল হবে জেনে আমি মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারব না। [প্রস্থান]

অভিরাম। জানি বীরেন্দ্র, স্নেহের পুতলী তিলোত্তমা তোমায় যে বাঁধনে বেঁধেছে, তার চেয়ে কোমল, তার চেয়ে কঠিন বাঁধন এ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। পিতা—

অভিরাম। কে! ও বিমলা! কিছু বলতে চাও?

বিমলা। আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি পিতা।

অভিরাম। কি বিষয়ে?

বিমলা। তিলোত্তমা আর কুমার জগৎসিংহের বিষয়ে।

অভিরাম। কুমার জগৎসিংহ!

বিমলা। হ্যাঁ পিতা। আপনাকে তো শৈলেশ্বর মন্দিরের সব কথাই অকপটে জানিয়েছি। পক্ষকাল পরে কুমার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজ চতুর্দশ দিবস কাল পক্ষ পূর্ণ হবে।

অভিরাম। হুঁ। তা কি স্থির করেছ?

বিমলা। আমি কি স্থির করব? পরামর্শের জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি।

অভিরাম। তাহলে আমার পরামর্শ, এ বিষয় মনে আর স্থান দিও না।

বিমলা। পিতা!

অভিরাম। আমার পরামর্শ শুনে বিষণ্ণ হলে?

বিমলা। তিলোত্তমার কি উপায় হবে তবে?

অভিরাম। কেন, তোমার কি মনে হয় যে, তিলোত্তমার মনে জগৎসিংহের প্রতি অনুরাগ জন্মেছে?

বিমলা। আপনাকে তো অনেকবার বলেছি পিতা, আর কত বলব? আমি আজ চৌদ্দদিন ধরে সব সময় তিলোত্তমার ভাবগতিক লক্ষ্য করছি। নিশ্চিত করে বুঝেছি তিলোত্তমার মনে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মেছে।

অভিরাম। তোমরা স্ত্রীলোক। অনুরাগের লক্ষণ দেখলেই প্রগাঢ় অনুরাগ মনে কর। তিলোত্তমা এখনও বালিকা। হয়তো বালিকা-স্বভাব বশতঃ মন একটু চঞ্চল হয়েছে। এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্তা না উঠলেই জগৎসিংহকে ভুলে যেতে বিশেষ বিলম্ব হবে না।

বিমলা। না প্রভু, সে লক্ষণ নয়।

অভিরাম। তবে?

বিমলা। এই এক পক্ষ মধ্যেই তিলোত্তমার স্বভাব একেবারে বদলে গেছে। আর তেমন হেসে কথা কয় না। পুঁথিগুলি সব পালঙ্কের নীচে পড়ে আছে। ফুলগাছগুলি জলাভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। পাখীগুলিকেও আর এতটুকু যত্ন করে না। নিজে খায় না ঘুমোয় না, বেশভূষা করে না। যে তিলোত্তমা কোনদিন চিন্তা করত না, সে এখন দিন-রাত অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে। সোনার প্রতিমা শুকিয়ে যাচ্ছে পিতা, মুখে তার কালিমা চিহ্ন পড়েছে।

অভিরাম। তাই তো। আমার বিশ্বাস ছিল যে প্রথম দর্শনে গাঢ় অনুরাগ জন্মাতে পারে না। তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকা-চরিত্র, ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু কি করবে? বীরেন্দ্র সিংহ এ সম্বন্ধে সম্মত হবে না।

বিমলা। সেই ভয়েই তো আমি কুমার জগৎসিংহকে শৈলেশ্বর মন্দিরে আমাদের পরিচয় দিইনি। কিন্তু তিলোত্তমার অবস্থা দেখে, আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি পিতা। আপনি যদি দুর্গস্বামীকে সব কথা বুঝিয়ে বলেন, হয়তো আপনার আদেশে তিনি সম্মত হতেও পারেন!

অভিরাম। দেখি। একটু ভেবে দেখি বিমলা—এখনও বুঝতে পারছি না—
বীরেন্দ্র সিংহকে একথা বলা উচিৎ হবে কি না। একটু ভেবে দেখি।

[প্রস্থান]

(প্রস্থানোদ্যত বিমলা নেপথ্যে তিলোত্তমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইল, তিলোত্তমা প্রবেশ করিল।)

তিলোত্তমা। বিমলা, তুমি এখানে! আর আমি সারা প্রাসাদে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বিমলা। আমায় খুঁজছিলে!

তিলোত্তমা। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।

বিমলা। কিন্তু আমি তো একটু আগেই তোমার শয়নকক্ষে গিয়েছিলাম।

তিলোত্তমা। আমার শয়নকক্ষে? মিছে কথা।

বিমলা। না গো মিছে কথা নয়।

তিলোত্তমা। মিছে কথা নয়! আমি তো শয়নকক্ষেই ছিলাম।

বিমলা। আমিও ত তোমায় দেখে এলাম—

তিলোত্তমা। তুমি আমায় দেখে এলে! আর আমি বুঝি তাহলে তোমায় দেখতে পেতাম না?

বিমলা। কি করে দেখবে? তুমি তো তখন চিত্রাঙ্কণে মত্ত ছিলে।

তিলোত্তমা। চিত্রাঙ্কণ!

বিমলা। হ্যাঁ পালঙ্কের কাছে লেখনী ও মসীপত্র ছিল। তাই নিয়ে খাটের, বাজুতে অন্যমনে কত কি লিখছিলে, ছবি আঁকছিলে।

তিলোত্তমা। সব তোমার বানানো কথা। বলতো, কি লিখছিলাম?

বিমলা। উদভ্রান্ত মনের কি স্থিরতা আছে? যখন যা খুশী তাই লিখছিলে' যেমন ধর "বাসব দত্তা" "মহাশ্বেতা" "সেঁজুতীর শিব' "গীত গোবিন্দ" "বিমলা" এই রকম কত কি? এমনি লিখতে লিখতে সবশেষে কি লিখেছ বলব?

তিলোত্তমা। কি?

বিমলা। সব শেষে খাটের বাজুতে খুব বড় করে লেখেছ একটি নাম।

তিলোত্তমা। কি নাম—

বিমলা। সে নাম—"কুমার জগৎসিংহ"।

তিলোত্তমা। কখখনো না। তুমি কিছু দেখনি। আমি যা লিখেছিলাম, জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেছি।

বিমলা। তাও জানি। "কুমার জগৎসিংহ" নামটি লিখেই লজ্জায় কেঁপে উঠলে। একবার খুব আস্তে আস্তে নামটি পড়লে। তারপর কেউ দেখতে না পায় তাই জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে, ওড়নার প্রান্ত দিয়ে মুছে দেখলে। তবু সে লেখা মোছে না। তাই না তিলোত্তমা?

তিলোত্তমা। আশ্চর্য। এত চেষ্টা করলুম—তবু সে লেখা মোছে না কেন বিমলা?

বিমলা। মুছে গেলেই বুঝি ভাল হত তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা। কেন?

বিমলা। অভিরাম ঠাকুরকে আমি সব কথা বলেছি। তার বিবেচনায়, জগৎসিংহের সঙ্গে তোমার বিবাহ হতে পারে না। মহারাজ কখনও এ বিবাহে সম্মতি দেবেন না।

তিলোত্তমা। বিমলা।

বিমলা। যাই হোক। আমি আজই একবার শৈলেশ্বর মন্দিরে যাব। কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

তিলোত্তমা। কিন্তু অভিরাম স্বামী যে কথা বললেন—তবে আর কেন সেখানে যাবে?

বিমলা। কেন? আমি যে কুমারের কাছে স্বীকার করে এসেছিলাম, আজ রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের পরিচয় তাঁকে জানাব। আগে পরিচয় তো দিই। তারপর দেখি কুমার কি করেন। সত্যি যদি তিনি তোমায় ভালবাসেন—

তিলোত্তমা। তোমার কথা শুনে লজ্জা করে। তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওনা কেন! আমার কথা কাউকে বলতে হবে না, কারও কথা আমাকেও শোনাতে হবে না।

বিমলা। সত্যি নাকি? (হাসিয়া) তাহলে এ বয়সে এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে কেন?

তিলোত্তমা। আঃ তুমি যাওনা, আমি তোমার কোন কথা শুনব না।

[প্রস্থানোদ্যত]

বিমলা। চলে যাচ্ছ? বেশ যাও, আমিও তাহলে আর মন্দিরে যাব না। যাই, ঘুমোই গে—

তিলোত্তমা। বাঃ রে, আমি কি কোথাও যেতে বারণ করেছি! যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওনা।

বিমলা। ও ভাবে বললে—আমি যাবই না।

তিলোত্তমা। বিমলা!

(বিমলা তিলোত্তমার দুখানি হাত ধরিয়া কৌতুকভরা দৃষ্টিতে চোখের পানে চাহিল)

বিমলা। বেশ, আমি মন্দিরে যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘুমিও না যেন! অবিশ্যি এ-কথা বলাই বৃথা! ঘুম তোমার চোখ থেকে পালিয়েছে।

তিলোত্তমা। বিমলা, তুমি ভারী দুষ্টু। যাওনা এবার—

বিমলা। যাচ্ছি—।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের কুটীর অভ্যন্তর। মসীবর্ণ বিকটাকৃতি
গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কুটীর মধ্যে আহারে বসিয়াছে।
খোলা জানালায় আশমানী আসিয়া দাঁড়াইল।
তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিল—

আশমানী। ও ঠাকুর! বলি ও গোঁসাই—। ও রসিকরাজ রসোপাধ্যায় প্রভু!

(দিগ্‌গজ একবার দেখিয়া লইয়া পুনরায় আহারে মন দিল।)

আশমানী। ওঃ বিটকেল বামুনের নিষ্ঠা দেখ! কথা বললে খাওয়া হয় না! বলি ও রসিকরাজ!

দিগ্‌গজ। হুম্—

আশমানী। রসরাজ!

দিগ্‌গজ। হুম্—

আশমানী। বলি, কথাই কওনা রসমাণিক, খেয়ো এর পরে—

দিগ্‌গজ। উঁ-হু—

আশমানী। বটে! বামুন হয়ে এই কাজ! স্বামীঠাকুরকে আজই বলে দোব। তোমার ঘরের ভেতর কে ও?

দিগ্‌গজ। কোথায়?

আশমানী। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে? চাঁড়ালের মেয়ে—

দিগ্‌গজ। অ্যাঁ, ছোঁয়া পড়েনি তো! (সশঙ্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিল) না কেউ তো নেই ঘরে। (পুনঃ আহারে মন সংযোগ করিল)

আশমানী। ও কি! আবার খাও যে! কথা বলে আবার খাও?

দিগ্‌গজ। কই, কখন কথা কইলাম?

আশমানী। এই তো কইলে!

দিগ্‌গজ। বটে! বটে! তবে আর খাওয়া হল না।

আশমানী। এইবার উঠে আমায় দরজা খুলে দাও।

(দিগ্‌গজ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আশমানীকে অভ্যর্থনা করিল। আশমানী ভিতরে প্রবেশ করিল)

দিগ্‌গজ। ওঁ আয়াহি বরদে দেবী—

আশমানী। এটি যে বড় সরস কবিতা। কোথায় পেলে?

দিগ্‌গজ। তোমার জন্য আজ এটি রচনা করেছি আশমান—

আশমানী। আমার জন্য! তুমি নিজে রচনা করেছ!

দিগ্‌গজ। তবে! আমি কি যে-সে লোক—

আশমানী। তা বটে। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি বিদ্যাদিগ্‌গজ উপাধি কি করে পেলে?

দিগ্‌গজ। সে তো তোমায় বলেছি।

আশমানী। ভুলে গেছি। আবার বলো। শুনতে বড় সাধ—

দিগ্‌গজ। শোন তবে। আমি গুরুগৃহে একাদিক্রমে পঞ্চদশ বৎসর অধ্যয়ন করে শব্দকাণ্ড শেষ করি। আর অন্য কাণ্ড আরম্ভ করার আগে গুরু আমার বিদ্যার পরীক্ষা নিতে জিজ্ঞাসা করলেন "বলোতো, বাপু,— রাম শব্দের উত্তর অম্ করলে কি হয়?" আমি অনেক ভেবে উত্তর করলুম "রামকান্ত"। আমার উত্তরে খুশী হয়ে গুরু বললেন— "বাপু, তোমার বিদ্যা হয়েছে, তুমি এখন গৃহে যাও। আমার আর বিদ্যা নাই যে দান করি।" আমি বললুম, "আমার উপাধি?" অধ্যাপক বললেন, "বাপু—তুমি যে বিদ্যা অর্জন করেছ, তাতে তোমার নূতন উপাধি আবশ্যক। তুমি 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি গ্রহণ কর।" সেই উপাধি নিয়ে আমি গুরুকে প্রণাম করে গৃহে ফিরে এলাম।

আশমানী। কিন্তু ঐ একটাই তো উপাধি নয় তোমার। 'রসিকরাজ রসোপাধ্যায়' উপাধিটি এলো কোথা থেকে ?

দিগ গজ। ওটা বিমলা দিয়েছে

আশমানী। বিমলা ?

দিগ গজ। হ্যা, ব্যাকরণাদিতে কৃতবিদ্য হয়ে স্মৃতি পড়তে এলাম অভিরাম স্বামীর কাছে। এখানে এসে বিমলার সঙ্গে আলাপ। বিমলাকে আমি একদিন বললাম, 'বিমলে, তুমি যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত — তোমার যৌবনের উত্তাপ যতই শীতল হচ্ছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধছে।" আমার কথা শুনে খুশী হয়ে বিমলা আমায় উপাধি দিল "রসিকরাজ রসোপাধ্যায়"।

আশমানী। ঠিক উপাধিই দিয়েছে।

দিগ গজ। জানো আশমান, আমার মত ব্যক্তির ভারতে আসা শুধু লীলা করতে। এই আমার শ্রীবৃন্দাবন। আর তুমিই আমার শ্রীরাধিকা।

আশমানী। আর বিমলা

দিগ গজ। বিমলা আমার চন্দ্রাবলী

আশমানী। তোমার মত মদনমোহন পেয়ে আমরা বানর পোষার সখ মেটাচ্ছি।

দিগ গজ। কি—কি বললে –

আশমানী। কিছু না, এবার ভাত ক'টা খেয়ে নাও তো ?

দিগ গজ কি যে বল, কথা কয়েছি, উঠেছি, আবার খাব কি করে ?

আশমানী। খাবে না মানে ? ভাত পড়ে রইল, আর তুমি উপোস করবে ?

দিগ গজ। কি করি বল ? তুমিই তাড়াতাড়ি করলে।

(সতৃষ্ণ নয়নে ভাতের থালার দিকে চাহিল।)

আশমানী। ওসব কথা শুনছিনে—তোমায় আবার খেতে হবে –

দিগ গজ রাধা-মাধব ! গণ্ডুষ করেছি, উঠেছি, আবার খাব !

আশমানী। না খাও তো আমি চললাম। তোমার সঙ্গে অনেক মনের কথা ছিল। কিছুই বলা হল না। আমি চললাম।

দিগ্গজ। না না, আশমান, তুমি রাগ করো না। এই আমি খাচ্ছি।

(উপবেশন ও আহার আরম্ভ)

আশমানী। তবে রে বিটলে, এইরকম বামুন তুই! আবার নাকি খাবে নে! দাঁড়া, আমি সবাইকে বলে দেব—

(দিগ্গজ এঁটো হাতে আশমানীর পা জড়াইয়া ধরিল)

দিগ্গজ। দোহাই আশমান্! আমায় রাখ, কাউকে বলো না—

(নেপথ্যে বিমলার কণ্ঠ শোনা গেল।)

বিমলা। দ্বার খোলো, ভেতরে কে আছ, দ্বার খোল—

দিগ্গজ। সর্বনাশ, বিমলা এসে পড়েছে!

আশমানী। ভালই হ'ল, এসে দেখুক যে তুমি এঁটো ভাত আবার খাচ যাই দরজা খুলে দিয়ে আসি।

দিগ্গজ। না না, আগে যেয়ো না আশমান! আমি এটো থালা বাসনগু আগে সরিয়ে রেখে আসি!

(থালা বাসন লইয়া ভিতরে প্রস্থান। আশমানী দরজা খুলিয়া বিমলাকে ল আসিল।)

বিমলা। আশমান, ঠাকুরকে বলেছ সব কথা?

আশমানী। এখনো বলতে পারিনি, বেচারা ভাত খাচ্ছিল। এইবার তু এসেছ। নিজেই বলো।

(বিদ্যাদিগ্গজের পুনঃ প্রবেশ)

দিগ্গজ। এই যে বিমলে! নমো নিত্যং চন্দ্রাবলী, আমি তব কৃষ্ণকলি!

বিমলা। আর ও কথায় ভুলছি না। বুঝেছি, আশমানকে নিয়ে দরজা বন্ধ ক প্রেম কর, আর আমার বেলায় সব তোমার সাজানো কথা!

দিগ্‌গজ। না গো না, শুধু সাজানো কথা হবে কেন? আমি তোমাদের দু'জনকেই ভালবাসি।

বিমলা। দু'জনকেই ভালবাস?

দিগ্‌গজ। দু'জনকেই।

বিমলা। তাহলে আমরা যা করতে বলব, করতে পারবে?

দিগ্‌গজ। পারব না! নিশ্চয় পারব।

বিমলা। এখনই পারবে?

দিগ্‌গজ। এখনই।

বিমলা। এই দণ্ডে?

দিগ্‌গজ। এই দণ্ডে।

বিমলা। বেশ। তাহলে শোন, আমরা তোমার কাছে কেন এসেছি জান?

দিগ্‌গজ। না। কেন?

বিমলা। কথাটা রসিকরাজকে বলেই ফেলনা আশমান।

আশমানী। শোন রসিকরাজ, আমরা তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাব।

(দিগ্‌গজ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একবার হাঁ করিল।)

বিমলা। কি! হাঁ করে রইলে যে! কথা কও না কেন?

দিগ্‌গজ। হ্যাঁ! তা—তা—তা—

আশমানী। তা—তা—করছ কেন? পারবে না, আমাদের নিয়ে যেতে?

দিগ্‌গজ। তা, অভিরাম স্বামীকে একবার বলে আসি—।

বিমলা। অভিরাম স্বামীকে আবার বলবে কি? একি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ যে স্বামীঠাকুরের কাছে ব্যবস্থা নিতে হবে।

দিগ্‌গজ। না, না, তা যাব না। কবে যেতে হবে?

বিমলা। কবে আবার কি? এখনই যেতে হবে। দেখছ না আমি গয়নাপত্র সব নিয়ে বেরিয়েছি।

দিগ্‌গজ। এখনই?

বিমলা। এখনই নয়ত কি! না যাবে তো বল, আমরা অন্য সঙ্গী খুঁজে দেখি।

দিগ্‌গজ। না, না, অন্য সঙ্গীর কি দরকার? চল আমিই যাচ্ছি।

বিমলা। বেশ, তবে দোচোট নাও

(দিগ্‌গজ নামাবলীখানি ধারণ করিল)

দিগ্‌গজ। সুন্দরী—

বিমলা। কি?

দিগ্‌গজ। আবার কবে আসবে?

বিমলা। আসব কি আবার? একেবারে চললাম—

দিগ্‌গজ। একেবারে! (উল্লাসে করতালি দিয়া) দুর্গা শ্রীহরি! দুর্গা শ্রীহরি!

বিমলা। এইবার এসে—

দিগ্‌গজ। চলো—(অগ্রসর হইয়া আবার থামিল)

আশমানী। কি হ'ল, আবার দাঁড়ালে কেন?

দিগ্‌গজ। তৈজসপত্রগুলো পড়ে থাকল যে?

বিমলা। থাক, ওসব আমরা তোমায় কিনে দেব।

দিগ্‌গজ। কিনে দেবে! আচ্ছা—(ক্ষুণ্ণমনে একটু অন্যমনস্ক হইয়া) কিন্তু পুঁথিপত্র?

বিমলা। কেবল শুভকার্যে দেরি করবে। যা নিতে হয় তাড়াতাড়ি করে নাও।

দিগ্‌গজ। এই নিচ্ছি। ব্যাকরণখানা থাক। এ নিয়ে আর কি হবে এ তো আমার কণ্ঠেই আছে। কেবল স্মৃতি শাস্ত্রখানা নেবো যা (পুঁথি লইয়া) এইবার চল।

আশমানী। তোমরা এগিয়ে যাও, আমি একটু কাজ সেরে আসছি। পরে তোমাদের সঙ্গ নেব।

দিগ্‌গজ। কেন, এক সঙ্গেই চলনা। শ্রীশ্রীরাধা, শ্রীশ্রীচন্দ্রাবলী দুটিকে ডাইনে বাঁয়ে নিয়ে মোহন বেণু বাজাতে বাজাতে চলে যাব।

আশমানী। তাই হবে গো, আমি আসছি।

[বিমলাকে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান]

বিমলা। কি ভাবছ রসিকরাজ? চল,—

দিগ্‌গজ। যাচ্ছি, কিন্তু আশমানী—

বিমলা। আশমান পরে আসবে। তুমি এসো—

দিগ্‌গজ। একসঙ্গে দুটি হলেই ভাল হত, একজন আবার পরে—

বিমলা। ওঃ তুমি আশমান না এলে যাব না? বেশ, তা'হলে থাক বসে। আমি অন্য সঙ্গী নিয়ে রওনা হলাম।

[প্রস্থান]

দিগ্‌গজ। না, বিমলে, যেয়ো না। রাধা, চন্দ্রাবলী দুই হারালে, আমার কৃষ্ণলীলা সাঙ্গ হবে রঙ্গময়ী। আমায় সঙ্গে নাও। সুন্দরী, দেহী পদপল্লবমুদারম্।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

শৈলেশ্বর মন্দির সংলগ্ন বনভূমি।

(ওসমান খাঁর প্রবেশ। ইঙ্গিতে সে একজন সৈনিককে ডাকিল, ইঙ্গিত পাইয়া প্রবেশ করিল তরুণ সেনানী ইব্রাহিম)

ওসমান। ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। আদেশ করুন সেনাপতি!

ওসমান। সেই সফেদ অশ্বারোহীর পরিচয় ?

ইব্রাহিম। রাজা মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ।

ওসমান। কুমার জগৎসিংহ !

ইব্রাহিম। হ্যাঁ জনাব।

ওসমান। মোগল পাঠানে যুদ্ধ আসন্ন। এ সময়ে কুমার একাকী রাত্রিকালে এই বনপথে……! কোথায় গেলেন, অনুসরণ করে জেনে এলে না কেন ?

ইব্রাহিম। জেনেছি হজরৎ, খুব নিকটেই একটি শিব মন্দির আছে—

ওসমান। হ্যাঁ, শুনেছি, শৈলেশ্বর শিবের মন্দির—

ইব্রাহিম। মন্দিরের পাশে একটা বটগাছের শিকড়ে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে কুমার জগৎসিংহ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন।

ওসমান। তবে কি আজ হিন্দুদের কোন পরব আছে! পরব উপলক্ষ্যে শিবপূজা দিতে গেলেন কুমার !

ইব্রাহিম। পরব হ'লে আরও অনেক লোক নিশ্চয়ই মন্দিরে থাকতো। কিন্তু মন্দির জনশূন্য—

ওসমান। তাইতো…রাত্রিকালে একাকী মোগল ছাউনি ছেড়ে—রাজপুত্রের এই দূর পথ আগমনের অর্থ তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ইব্রাহিম, আমরা যে বনমধ্যে বিপুল সেনা সন্নিবেশ করেছি, কুমার জগৎসিংহ কি তা জানতে পেরেছেন ?

ইব্রাহিম। জানবার তো কোন কারণ ঘটেনি জনাব। সফেদ অশ্বারোহীকে আসতে দেখেই, আপনার আদেশে সমগ্র সেনাদল নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে। মাত্র ৬'জন অসতর্ক আসোয়ার দলভ্রষ্ট হয়েছিল। তারা কুমারের বল্লমের আঘাতে নিহত হয়েছে।

ওসমান। নবাব কতলুখাঁর সেনাদলে এসে শৃঙ্খলা ভঙ্গের উপযুক্ত প্রতিফলই তারা পেয়েছে।

ইব্রাহিম। তাদের শবদেহ এখনও কবরস্থ করা হয়নি জনাব। পথেই পড়ে আছে।

ওসমান। থাক্—পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁর আদেশ পালনে শৈথিল্য করে যারা—তাদের কবরস্থান হোক শৃগাল কুকুরের ঘৃণিত জঠর। শোন ইব্রাহিম, গড়মান্দারণ অধিপতি উদ্ধত বীরেন্দ্রসিংহ কতলু খাঁর দূতকে অপমান করেছে। স্পর্ধা ভরে বলেছে—সাধ্য থাকে গড়মান্দারণে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বিংশতি সহস্র পাঠানবীরের কোষমুক্ত কৃপাণ সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে আজ রাত্রেই চন্দ্রালোকে ঝলসে উঠবে—গড়মান্দারণ দুর্গপ্রাকারে। যে সুশিক্ষিত সেনাদল নিয়ে গোপন বনপথে আমরা অগ্রসর হয়েছি আজ তাদের—

ইব্রাহিম। বলুন সৈন্যাধ্যক্ষ—

ওসমান। চুপ, কারা যেন এই দিকেই আসছে। ইব্রাহিম, সরে এসো, শীঘ্র সরে এসো—

(উভয়ের সন্তর্পণে প্রস্থান। অপর দিক হইতে বিদ্যাদিগ্‌গজ ও বিমলার প্রবেশ)

দিগ্‌গজ। বিমলে—

বিমলা। কি বলছ দিগ্‌গজ—

দিগ্‌গজ। না, ভাবছি—তৈজসপত্রগুলো—

বিমলা। বললাম তো—ওসব আমি তোমায় কিনে দেব।

দিগ্‌গজ। তা দিও…তা দিও কিন্তু ভাবছি—

বিমলা। কি ভাবছ

দিগ্‌গজ। আশমান তো এখনও এলো না—

বিমলা। ও! তুমি এখনও আশমানের মায়া কাটাতে পারলে না—? তা হ'লে আশমানই তোমার সব—আর আমি কেউ নই

দিগ্‌গজ বাঃরে তুমি কেউ নয়, তাই কি আমি বলেছি ? বলছিলাম যে—

বিমলা আচ্ছা দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় করো—

দিগ্‌গজ। রাম, রাম, রাম। রাম নাম বল—

বিমলা। এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।

দিগ্‌গজ ই, সত্যি নাকি! (বিমলার আঁচল ধরিল)

বিমলা। সত্যি! সেদিন আমরা শৈলেশ্বরের পূজা দিয়ে এই পথে আসছিলাম। পথের মধ্যে বটতলায় দেখি—

দিগ্‌গজ। কি দেখলে ?

বিমলা। এক বিকটাকার মূর্তি।

দিগ্‌গজ। বিমলে। (ভয়ে কাঁপিতে লাগিল)

বিমলা। ওকি! কাঁপছ কেন ? ভয় পেলে ?

দিগ্‌গজ। না না, ভয় নয়। কেমন যেন শীত শীত করছে—

বিমলা। শীত করছে! এই দারুণ গ্রীষ্মে আমার তো ঘাম হচ্ছে—

দিগ্‌গজ। আমারও ঘাম হচ্ছে। তবে যে সে ঘাম নয়, কালঘাম

বিমলা। দিগ্‌গজ।

দিগ্‌গজ। উঁ!

বিমলা। শীতও করছে ঘামও হচ্ছে, এক কাজ করতে পার যদি,

দিগ্‌গজ। কি কাজ ?

বিমলা। তুমি গান গাইতে পার

দিগ্‌গজ। গান। এমন অবস্থায়—

বিমলা। অসময়টা কিসের ? আকাশে চাঁদ উঠেছে। পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো চুইয়ে পড়ছে বনপথে আমি একাকিনী নারী, আর তুমি একজন সুরসিক পুরুষ। এইতো গানের সময়। আমাকে পাশে পেয়েও যদি তোমার এখন গান গাইবার ইচ্ছা না হয়—তাহলে বুঝব তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।

দিগ্‌গজ। না না, ভালবাসি না কে বল্লে? বিমলে, তুমি রাগ করোনা। এই আমি গাইছি।

(দিগ্‌গজ কাশিয়া গলা ঠিক করিয়া লইল। তারপর বিকটস্বরে গান ধরিল)

এ হুম্—উ, হুম্—

সই কি ক্ষণে দেখিলাম

শ্যামে কদম্বেরি ডালে

সেই দিন পুড়িল কপাল মোর

কালি দিলাম কুলে।

বিমলা। আহাহা, মরি মরি, কি কণ্ঠ। তুমি বোধহয় ছোটবেলায় কোকিল বেটে খেয়েছিলে।

দিগ্‌গজ। আরও আছে, শোনই না। (পুনরায় গান ধরিল)

মাথায় চূড়া হাতে বাঁশী, কথা কয় হাসি হাসি,

বলে ও গোয়ালা মাসী কলসী দিব ফেলে।

দিগ্‌গজ। ওরে বাবা

(গানের শব্দ দিকে দিকে কি যেন লক্ষ্য করিয়া বিমলার ঘাড়ের উপর পড়িল)

বিমলা। কি। কি হল?

দিগ্‌গজ। ভূত।

বিমলা। ভূত! কোথায়?—

দিগ্‌গজ। ঐ যে (অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল)

বিমলা। একি! এযে একটা মরা ঘোড়া!

দিগ্‌গজ। ঘোড়া! আবার ঐ দেখ—

বিমলা। কোন সিপাহীর পাগড়ি! বোধহয় যারই ঘোড়া, তারই পাগড়ি। না এতো পাঠান ঠাকুর পাগড়ি। এখানে এলো কি করে।

দিগ্‌গজ। সুন্দরী। আর কথা কইছ না যে—

বিমলা। দিগ্‌গজ! পথে কিছু চিহ্ন দেখছ।

দিগ্‌গজ। কি চিহ্ন?

বিমলা। এই দেখ।

দিগ্‌গজ। এযে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন। অনেক ঘোড়া এই পথে গেছে।

বিমলা। বুদ্ধিমান। কিছু বুঝতে পারলে?

দিগ্‌গজ। না—

বিমলা। ওখানে মরা ঘোড়া, সেখানে সিপাহীর পাগড়ি, এখানে এত ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন, কিছুই বুঝতে পারলে না?

দিগ্‌গজ। কি?

বিমলা। একটু আগেই অনেক সৈন্য এই পথ দিয়ে গেছে।

দিগ্‌গজ। তবে একটু আস্তে আস্তে হাট, তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে যাক

বিমলা। মূর্খ। তারা এগুবে কি? কোন দিকে ঘোড়ার খুরের সম্মুখ দেখছনা? এ সেনা গড়মান্দারণের দিকে চলে গেছে।

দিগ্‌গজ। গড়মান্দারণে? আচ্ছা, বিমলে—

বিমলা। কি?

দিগ্‌গজ। সে কতদূর?

বিমলা। কি কতদূর?

দিগ্‌গজ। সেই বটগাছ?

বিমলা। কোন্ বটগাছ?

দিগ্‌গজ। যেখানে সে দিন তোমরা দেখেছিলে

বিমলা। কি দেখেছিলাম

দিগ্‌গজ। সেই যে রাত্রে নাম করতে নেই?

বিমলা। ইঃ!

দিগ্‌গজ। কি গো?

বিমলা। ঐ সেই বটতলা---

দিগ্‌গজ। ঐ—(দিগ্‌গজ কাঁপিতে লাগিল)

বিমলা। কি হ'ল? এসো—

দিগ্‌গজ। আমি আর যেতে পারব না।

বিমলা। দিগ্‌গজ!

দিগ্‌গজ। উঁ।

বিমলা আমারও কেমন যেন ভয় -য় করছে।

দিগ্‌গজ। বিমলে—

বিমলা। ঐ দেখ—

দিগ্‌গজ। কি? (চক্ষু মুদিল)

বিমলা। চেয়েই দেখো।

দিগ্‌গজ। চোখ বুজেই দেখছি, তুমি ব'' স ।—

বিমলা। গাছতলায়—

দিগ্‌গজ। গাছতলায়

বিমলা। কিরকম একটা শাদা—

দিগ্‌গজ উঁ।

বিমলা। ধব্‌ধব্‌ করছে—

দিগ্‌গজ বাবাগো—

(ছুটিয়া প্রস্থান)

বিমলা যাক বামুনকে তো তাড়ালাম। এইবার শৈলেশ্বর মন্দিরে গিয়ে

(জগৎসিংহের প্রবেশ)

জগৎ। সুচরিতে।

বিমলা। একি! কুমার জগৎসিংহ—

জগৎসিংহ। শৈলেশ্বর মন্দিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমার বলম্ব দেখে আশঙ্কা হ'ল, রাত্রিকাল, তুমি স্ত্রীলোক, পথে যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে থাকে—। তাই এগিয়ে এসে দেখছিলাম। ছুটে পালাল ও লোকটা কে?

বিমলা। এ আমাদের গণপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ। ওকে পথের সঙ্গী-রূপে এনেছিলাম। ভূতের ভয়ে ছুটে পালাল।

জগৎসিংহ। ভূতের ভয়! হাঃ হাঃ হাঃ...

বিমলা। এ বনপথে আমরা কি রকম ভীত হয়ে পড়েছিলাম! আপনার দেখা পেয়ে সাহস হ'ল।

জগৎসিংহ। তোমাদের সব মঙ্গল?

বিমলা। যাতে মঙ্গল হয়—সেই প্রার্থনা নিয়েই শৈলেশ্বরের পূজা দিতে এসেছিলাম। এখন বুঝলাম আপনার পূজাতেই শৈলেশ্বর পরিতৃপ্ত আছেন, আমার পূজা তিনি গ্রহণ করবেন না। অনুমতি হয় তো এবার আমি ফিরে যাই।

জগৎসিংহ। বেশ, কিন্তু একাকিনী তোমার যাওয়া উচিত হবে না। চল আমি তোমায় রেখে আসি।

বিমলা। একাকিনী যাওয়া অনুচিত কেন?

জগৎসিংহ। পথে নানা রকম ভয় আছে

বিমলা। তবে আমি মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাব।

জগৎসিংহ। কেন?

বিমলা। তার কাছে নালিশ আছে। তিনি যে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন, তাঁর দ্বারা আমাদের পথের ভয় দূর হয় না। সেই সেনাপতি শত্রু নিপাতে অক্ষম

জগৎসিংহ। সেনাপতি উত্তর করবেন যে শত্রু নিপাত দেবেরও অসাধ্য, মানুষ কোন ছার। তার প্রমাণ, স্বয়ং মহাদেব যার শত্রু মন্মথকে ভস্ম করেছিলেন, আজ পক্ষকাল হ'ল সেই মন্মথ মহাদেবের মন্দির মধ্যেই আবার ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য শুরু করেছে।

বিমলা। কার উপর এত দৌরাত্ম্য?

জগৎসিংহ। হতভাগ্য সেনাপতির ওপর।

বিমলা মহারাজ এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করবেন কেন

জগৎসিংহ। আমার সাক্ষী আছে।

বিমলা এমন সাক্ষী কে ?

জগৎসিংহ। আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে।

বিমলা। আমাকে বিমলা বলে ডাকবেন।

জগৎসিংহ। বিমলাই তার সাক্ষী

বিমলা। উঃ, বিমলা এমন সাক্ষ্য দেবে না

জগৎসিংহ। তা সম্ভব বটে। পক্ষ কালের মধ্যে যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় সে কি কখনো সত্য সাক্ষ্য দেয় ?

বিমলা কি প্রতিশ্রুতি ?

জগৎ আজ তোমার সখীর পরিচয় দেবে বলেছ

বিমলা। যুবরাজ, আমার সখীর পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয়। তার পরিচয় পেলে আপনি যদি অসুখী হন !

জগৎসিংহ। অসুখী ! বিমলা, তোমার সখীর পরিচয়ে কি আমার অসুখের কোন কারণ আছে ?

বিমলা। আছে

জগৎসিংহ। তা থাক, তবু যে উৎকণ্ঠায় আমি দিন যাপন করছি তার চেয়ে অসুখকর আর কিছু হতে পারে না। শোন বিমলা ! আমি শুধু কৌতূহলী হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। কৌতূহলী হবার আমার অবকাশ নেই। এই মাসার্ধকাল আমি অশ্ব পৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য শয্যায় বিশ্রাম করিনি। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে বলেই আমি আজ ছুটে এসেছি তোমার সখীর পরিচয় জানতে।

বিমলা। যুবরাজ আমার অনুরোধ আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হন।

জগৎসিংহ। কাকে বিস্মৃত হ'ব বিমলা! লোকে বলে আমার হৃদয় পাষাণ। পাষাণের মধ্যে যে মূর্তি একবার অঙ্কিত হয়, পাষাণ চূর্ণ বিচূর্ণ না হলে, সে মূর্তি কখনো মিলিয়ে যায় না। তুমি আর বিরুক্তি করোনা বিমলা, বল, কোথায় গেলে তোমার সখীর দেখা পাব?

বিমলা। গড়মান্দারণে গেলে আমার সখীর দেখা পাবেন—

জগৎসিংহ। গড়মান্দারণে?

বিমলা। হ্যাঁ আমার সখী দুর্গাধিপ বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমা।

জগৎসিংহ। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা— তিলোত্তমা!

(জগৎসিংহের মুখ বেদনায় নিষ্প্রভ হইল)

বিমলা। কুমার! কুমার—

জগৎসিংহ। তোমার কথাই সত্য হ'ল বিমলা। তিলোত্তমা আমার হবে না। কালই আমি পাঠান যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব; শত্রুশোণিতে সমস্ত সুখাভিলাষ বিসর্জন দেব।

বিমলা। হতাশ হবেন না কুমার। স্নেহের যদি পুরস্কার থাকত, তবে আপনি তিলোত্তমাকে লাভ করবার সম্পূর্ণ যোগ্য। কে জানে, আজ বিধি বৈরী, কাল আবার বিধি সদয় হতেও পারেন।

জগৎসিংহ। না বিমলা, আমি জানি, সে আশায় নয়। সে যা হোক, অদৃষ্টে যাই থাক তবু শৈলেশ্বরকে উদ্দেশ করে আমি বলছি বিমলা, তিলোত্তমা ব্যতীত এ জীবনে কাউকে আমি ভালবাসব না। তোমার কাছে এই ভিক্ষা, তোমার সখীকে বলো, যুদ্ধে যাবার আগে আমি শুধু একটিবার—একটিবার তোমার সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর কখনো এ ভিক্ষা চাইব না।

বিমলা। কিন্তু—আমার সখীর উত্তর আপনি কি করে পাবেন?

জগৎসিংহ। বার বার তোমাকে ক্লেশ দিতে চাই না। তবু অনুরোধ, আর একটিবার যদি রাত্রিকালে এইখানে—

বিমলা। আপনিতো জানেন, পথ নিরাপদ নয়। একাকিনী আমার এই পথে আসা কি উচিত হবে ?

জগৎসিংহ। তা সত্য! তাহলে চল, আমি তোমার সঙ্গে গড়মান্দারণে যাই। দুর্গের বাইরে কোথাও অপেক্ষা করব—তুমি সেখানে সংবাদ এনে দেবে।

বিমলা। বেশ, তাই চলুন।

(উভয়ে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা জগৎসিংহ থমকাইয়া দাঁড়াইলেন)

জগৎসিংহ। বিমলা—

বিমলা। কি কুমার—

জগৎসিংহ। তোমার সঙ্গে কেউ কি এখানে এসেছে ?

বিমলা। কে আসবে ? এক গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এসেছিল। সেতো ভূতের ভয়ে ছুটে পালিয়েছে।

জগৎসিংহ। না না, সে কথা নয়। মনে হ'ল কার যেন পদধ্বনি পেলাম—

বিমলা। পদধ্বনি! কার ?

জগৎসিংহ। যেই হোক, কোন ভয় নেই, এসো আমার সঙ্গে।

(উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে সন্তর্পণে ওসমান ও ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ওসমান। ইব্রাহিম, ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়া থেকে নেমে আসতে ইঙ্গিত করো—খুব সন্তর্পণে, পায়দলে গিয়ে গড়মান্দারণ দুর্গ নিম্নের অরণ্য মধ্যে আমার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করবে তারা। যাও, বিদ্যুৎবেগে এই সংবাদ সেনাদলে প্রেরণ করেই তুমি আমার অনুগামী হবে। আমি চললুম কুমার জগৎসিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

ইব্রাহিম। জো হুকুম!

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]

—

পঞ্চম দৃশ্য

গড়মান্দারণ দুর্গ-নিম্নস্থ আম্রবন।

(বিমলা ও জগৎসিংহের প্রবেশ)

বিমলা। আসুন কুমার! ওই আমাদের গড়মান্দারণ দুর্গের প্রাচীর।

জগৎসিংহ। তুমি এখন দুর্গের প্রবেশ করবো কি উপায়ে? এতরাত্রে অবশ্য কটক বন্ধ হয়ে গেছে।

বিমলা। সেজন্য চিন্তা করবেন না। আমি উপায় স্থির করেই দুর্গ থেকে বার হয়েছিলাম।

জগৎসিংহ। ওঃ! তা'হলে নিশ্চয়ই কোন লুকান পথ আছে—

বিমলা। বুঝতেই তো পারছেন। যেখানে চোর সেখানেই সিঁদ।

জগৎসিংহ। হুঁ, এইবার বুঝেছি।

বিমলা। এখন কি আজ্ঞা হয়?

জগৎসিংহ। শোন বিমলা, তুমি দুর্গে প্রবেশ কর। আমি এই আম্রকাননে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করব। তুমি তোমার সখীকে আমার হয়ে অকপটে মিনতি করে বলো, পক্ষ পরে হোক, মাস পরে হোক, আর একবার, শুধু একটিবার আমি তাঁকে দেখতে চাই।

বিমলা। তা না হয় বলবো। কিন্তু এই আম্রকাননও নির্জন স্থান নয়, আপনি বরং আমার সঙ্গে আসুন—

জগৎসিংহ। আর কতদূর যাব?

বিমলা। আমার সঙ্গে দুর্গমধ্যে চলুন—

জগৎসিংহ। না, বিমলা! এ উচিৎ হবে না। দুর্গস্বামীর বিনা অনুমতিতে আমি দুর্গ মধ্যে যাব না।

বিমলা। চিন্তা কি?

জগৎসিংহ। রাজপুত কোথাও যেতে চিন্তা করে না। তবু ভেবে দেখ, অম্বর-পতি মহারাজ মানসিংহের পুত্রের কি উচিত যে, দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতে চোরের মত দুর্গ প্রবেশ করে?

বিমলা। আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি—

জগৎসিংহ। আমাকে ডেকে নিয়ে যাবার তোমার কি অধিকার?

বিমলা। আমার কি অধিকার তা না শুনলে আপনি যাবেন না?

জগৎসিংহ। না, কখনো না—

বিমলা। বেশ, তবে শুনুন—আমি আপনাকে দুর্গে আবাহন করছি তার কারণ, আমি পরিচারিকা রূপে পরিচিতা হলেও ধর্মতঃ আমি মহারাজ বীরেন্দ্রসিংহের—

জগৎসিংহ। বীরেন্দ্রসিংহের—

বিমলা। (খুব মৃদুস্বরে) দ্বিতীয় পত্নী—

জগৎসিংহ। ওঃ আপনি!

বিমলা। আসুন এবার—

জগৎসিংহ। চলুন।

বিমলা। চলুন নয়। সর্বসমক্ষে আমার পরিচয় দাসী। যুবরাজ, দাসীকে চল বললেই আমি খুশী হব।

জগৎসিংহ। বেশ, তাই হবে! চল—

(অগ্রসর হইতে গিয়া থামিলেন)

আবার! আবার মনুষ্য পদধ্বনি! একটু দাঁড়াও বিমলা, আমি দেখে আসছি— [প্রস্থান]

বিমলা। কুমার জগৎসিংহের সঙ্গে আজ তিলোত্তমার মিলনলগ্ন আসন্ন, এ সময়ে বুক কেঁপে ওঠে কেন? কি যেন এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা সমস্ত আনন্দকে পরিম্লান করে দিচ্ছে!

(জগৎসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

জগৎসিংহ। বিমলা, শত্রু আমাদের অনুসরণ করেছে।

বিমলা। সে কি!

জগৎসিংহ। হ্যাঁ, ঐ বৃক্ষচূড়ায় ঘনসন্নিবিষ্ট পাতার আড়ালে আমি দু'টি অস্পষ্ট মনুষ্য মূর্তি দেখেছি, তাদের উষ্ণীষ চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুহূর্ত মধ্যে একটি মূর্তি অদৃশ্য হ'ল। কিন্তু আর একটি এখনও বৃক্ষচূড়ায় স্থির হয়ে রয়েছে। এ সময় যদি দু'টি বর্শা পেতাম!

বিমলা। বর্শা নিয়ে কি করবেন?

জগৎসিংহ। তাহলে জানতে পারতাম বৃক্ষচূড়ায় উষ্ণীষধারীদের সত্য পরিচয়। লক্ষণ ভাল বোধ হচ্ছে না। উষ্ণীষ দেখে সন্দেহ হচ্ছে, দুরাত্মা পাঠান কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে।

বিমলা। আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন। আমি পলক মধ্যে দুর্গ থেকে বর্শা এনে দিচ্ছি।

বিমলার প্রস্থান।

জগৎসিংহ। শৈলেশ্বর মন্দির সান্নিধ্যে দু'জন পাঠান অশ্বারোহীকে নিহত করেছি। গড়মান্দারণ দুর্গনিম্নের এই আম্রকাননেও আবার দুটি পাঠানের সন্ধান পেলাম। এর অর্থ কি? পাঠান সৈন্য কি আমাকেই অনুসরণ করেছে! না এ তাদের গড়মান্দারণ দুর্গ অধিকারের জন্য নৈশ অভিযান! কিছুইতো ঠিক বুঝতে পারছি না।

(দুটি বর্শা লইয়া বিমলার পুনঃ প্রবেশ)

বিমলা। রাজপুত্র, এই নিন বর্শা।

জগৎসিংহ। দাও—(একটা বর্শা লইয়া লক্ষ্য স্থির করিলেন)
এখনও উষ্ণীষ চন্দ্রালোকে ঝলমল করছে। যারই উষ্ণীষ হোক—

এই মুহূর্তে তার পরিচয় বহন করে আনবে জগৎসিংহের এই অব্যর্থ সন্ধান।

(বর্শা নিক্ষেপ। দূরে পতন শব্দ)

জগৎসিংহ। শত্রু নিপাতিত।

বিমলা। কে শত্রু?

জগৎসিংহ। সম্ভবতঃ পাঠান। চল আগে পরিচয় জেনে আসি—

বিমলা। কিন্তু আর একজন কাকে দেখেছিলেন?

জগৎসিংহ। দেখছি। এসো তুমি, সম্ভবতঃ সে পালিয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান। সেই দিক হইতেই সন্তর্পণে ওসমানের প্রবেশ]

ওসমান। না জগৎসিংহ, সে পালায় নি, বজ্রমার্জারের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করতে করতে সে এসে পৌঁচেছে এই গড়মান্দারণ দুর্গ নিয়ে ঠিক তোমারই সঙ্গে সঙ্গে। হতভাগ্য ইব্রাহিম তোমার বর্শার আঘাতে নিহত। কিন্তু ওসমান খাঁ বেঁচে আছে। তোমার নৈশ অভিসারের সুযোগ নিয়ে যে প্রকারেই হোক এই দুর্গে প্রবেশ করে—শোভানাল্লা—দুর্গের গুপ্তদ্বার উন্মুক্তই রয়েছে! মূর্খ সে, যে এমন সুযোগ কখনো হারায়।

(দুর্গের দ্বার-মুখে প্রস্থান। অপর দিক হইতে পত্র হস্তে জগৎসিংহের ও বিমলার পুনঃ প্রবেশ)

জগৎসিংহ। এক আঘাতেই পাঠান নিহত হয়েছে বিমলা।

বিমলা। কিন্তু কি উদ্ধার করলেন যুবরাজ সেই বর্শাবিদ্ধ পাঠানের উষ্ণীষ থেকে?

জগৎসিংহ। এই পত্র।

বিমলা। কার পত্র? কি লেখা আছে

জগৎসিংহ। শোনো। (লিপি পাঠ)– কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্তিগণ এই লিপি দৃষ্টি মাত্র লিপিবাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

ইতি কতলু খাঁ।

বিমলা। কতলু খাঁ! যার সঙ্গে গড়মান্দারণ দুর্গাধিপের আসন্ন যুদ্ধ!

জগৎসিংহ। হ্যাঁ, লিপি পাঠ করে মনে হয়, নিহত পাঠানদের সঙ্গে আরও অনেক অনুচর এসেছে! দুজনকে শৈলেশ্বর মন্দিরের কাছে নিহত করেছি। আর একজনকে সচক্ষে দেখেছিলাম কিছুক্ষণ পূর্বেও ঐ বৃক্ষশীর্ষে। সে কি পালাল? না নিকটেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে? বিমলা, আমি আর একবার চারদিক অনুসন্ধান করে দেখে আসব?

বিমলা। না, যুবরাজ, আমি দুর্গের গুপ্তদ্বার খুলে রেখে এসেছি, আর বাইরে থাকা উচিত হবে না।

জগৎসিংহ। সে কি! দুর্গদ্বার খুলে রেখে এসেছ? এতক্ষণ বলনি। চল শীঘ্র চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গড়মান্দারণ দুর্গ অভ্যন্তরে প্রাচীর বেষ্টিত ছাদ। তিলোত্তমা ও আশমানী।

আশমানী। শয়নকক্ষ ছেড়ে আর কতক্ষণ এই ছাদে অপেক্ষা করবেন রাজকুমারী? চলুন, এবার প্রকোষ্ঠে ফিরে চলুন।

তিলোত্তমা। কিন্তু বিমলা এখনো ফিরল না! পথে কোন বিপদ হয়নিতো!

আশমানী। না রাজকুমারী, বৃথা বিপদের আশঙ্কা করছেন। গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ তাঁকে প্রায় মন্দিরের সান্নিধ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সেখানে তিনি নিশ্চয়ই যুবরাজ জগৎসিংহের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যুবরাজ পার্শ্বে থাকতে কিসের ভয়!

তিলোত্তমা। যুবরাজ পার্শ্বে থাকলে কোন ভয় নাই তা আমি জানি, কিন্তু তিনি কি এতদূর পথ আসবেন বিমলাকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে! গড়-মান্দারণ অধিপতি যে তাঁর পিতৃশত্রু! পিতৃশত্রুর দুর্গপার্শ্বে তিনি কি আসবেন কখনও?

আশমানী। মাফ্ করবেন রাজকুমারী, শুনেছি অনুরাগের দেবতা অন্ধ, তিনি শত্রু-মিত্র বিচার করেন না।

তিলোত্তমা। তোর কথা সত্য হোক্ আশমান। লজ্জা সঙ্কোচ সব কিছু ঘুচে গেছে আজ আমার। অকপটে বলছি, কুমার বিমলাকে নিয়ে নিরাপদে এই দুর্গ সান্নিধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হোন—এই আমার একমাত্র কামনা।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। দুর্গ-সান্নিধ্যে নয় রাজকন্যা, দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকেয় দুর্গমধ্যেই স্বশরীরে প্রবেশ করেছেন।

তিলোত্তমা। বিমলা, তুমি কার কথা বলছ?

বিমলা। [নেপথ্যে চাহিয়া] কৈ আসুন, দেবী দর্শন করতে এত দূর পথ এসে মন্দিরের বাইরে থমকে দাঁড়ালেন কেন, ভেতরে আসুন।

(জগৎসিংহের প্রবেশ)

জগৎসিংহ। তিলোত্তমা!

তিলোত্তমা। কুমার জগৎসিংহ!

বিমলা। আশমান, তুমি যুবরাজকে তিলোত্তমার প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাও। এই উন্মুক্ত ছাদে কেউ হয়তো কুমারকে দেখে ফেলতে পারে।

আশমানী। আসুন কুমার, এই পথে আমার সঙ্গে আসুন।

[তিলোত্তমাকে লইয়া আশমানী ও পশ্চাতে জগৎসিংহের প্রস্থান]

বিমলা। যাক্ আমার কর্তব্য আমি সম্পূর্ণ করলাম। তিলোত্তমা আর জগৎ-সিংহ এবার পরস্পরের অন্তর বুঝে তাদের কর্তব্য নির্ণয় করুক।

(বাহিরে তূর্যধ্বনি)

একি! গভীর রাত্রে সহসা এ তূর্যধ্বনি কেন? আম্রকাননের দিক থেকে তূর্যধ্বনি! কি বিচিত্র! সিংহদ্বার ব্যতীত আম্রকাননে তো কখনো তূর্যধ্বনি হয় না! এ কি কোন অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ! কে তূর্যধ্বনি করল?

(ছাদের আলিসায় ভর দিয়া আম্রকাননের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। পিছন দিক হইতে সন্তর্পণে ওসমান খাঁ আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিয়া উঠিল।)

বিমলা। কে?

ওসমান। চীৎকার করোনা, সুন্দরীর মুখে চীৎকার ভাল শোনায় না। চীৎকার করলে তোমার বিপদ ঘটবে।

বিমলা। কে তুমি?

ওসমান। আমার পরিচয়ে তোমার কি হবে?

বিমলা। তুমি কি জন্য এই দুর্গে এসেছ? তুমি কি জান না চোরেরা শূলে যায়?

ওসমান। সুন্দরী, আমি চোর নই।

বিমলা। তুমি কি করে দুর্গে প্রবেশ করলে?

ওসমান। তোমারই অনুগ্রহে। তুমি যখন রক্ষা আনতে দুর্গ দ্বার খুলে রেখে-ছিলে—তখনই দুর্গে প্রবেশ করেছি। তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ছাদে এসেছি।

বিমলা। তুমি কে?

ওসমান। এখন তোমার কাছে পরিচয় দিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। শোনো, আমি পাঠান।

বিমলা। এ তো পরিচয় হল না। জানলাম তুমি জাতিতে পাঠান, কিন্তু কে তুমি?

ওসমান। ঈশ্বরেচ্ছায়—এ দীনের নাম ওসমান খাঁ।

বিমলা। ওসমান খাঁ কে আমি চিনি না।

ওসমান। ওসমান খাঁ—কতলু খাঁর সেনাপতি।

বিমলা। ওঃ আপনি কতলু খাঁর সেনাপতি! কিন্তু এই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেছেন কেন?

ওসমান। আমরা বীরেন্দ্র সিংহকে অনুনয় করে দূত পাঠিয়েছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন, তোমরা পার, সসৈন্যে দুর্গে প্রবেশ কোরো।

বিমলা। বুঝলাম, দুর্গাধিপতি আপনাদের সঙ্গে মৈত্রী না করে মোগল পক্ষ নিয়েছেন, তাই আপনি দুর্গ অধিকার করতে এসেছেন। কিন্তু আপনি তো একা দেখছি।

ওসমান। হ্যাঁ, আপাততঃ আমি একা।

বিমলা। সেইজন্যই বোধ হয় ভয় পেয়ে আমায় যেতে দিচ্ছেন না।

ওসমান। ভয়! [ওসমান হাসিয়া উঠিলেন] সুন্দরী, তোমার কাছে ভয় করবার বস্তু আছে একমাত্র তোমার কটাক্ষ। কিন্তু সে ভয় আমার নেই। তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

বিমলা। ভিক্ষা!

ওসমান। তোমার ওড়নার আঁচলে গুপ্ত দ্বারের যে চাবি আছে, ঐটি আমাকে দিয়ে বাধিত করো। তোমার অঙ্গস্পর্শ করে তোমার অবমাননা করতে সঙ্কোচ বোধ করি।

বিমলা। আমি স্বেচ্ছায় চাবি না দিলে আপনি কি করে নেবেন ?

(বলিতে বলিতে বিমলা ওড়না খুলিয়া হাতে লইল। ওসমান সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথার জবাব দিল।)

ওসমান। স্বেচ্ছায় না দিলে তোমার অঙ্গস্পর্শ সুখ লাভ করব।

বিমলা। তাই করুন।

(বিমলা ওড়নাখানি প্রাচীরের উপর দিয়া আম্রবনের দিকে ফেলিবার চেষ্টা করিল। ওসমান সতর্ক দৃষ্টিতে তাহার গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। হাত বাড়াইয়া ওড়না ধরিয়া ফেলিল। এক হাতে বিমলাকে ধরিল; দাঁতে ওড়না ধরিয়া অন্য হাতে চাবি খুলিয়া লইল।)

ওসমান। মাফ্ করবেন।

(বিমলাকে সেলাম করিয়া ওড়নার দ্বারা বিমলাকে শক্ত করিয়া আলিসার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল।)

বিমলা। এ কি !

ওসমান। এ আর কিছু নয়। প্রেমের ফাঁস। চুপ করে এখানে এইভাবে থাকুন। একটু আওয়াজ করলে আপনার ঘোরতর অমঙ্গল হবে জানবেন। একটু কাজ শেষ করে, এখনই এসে আপনাকে দর্শন দিচ্ছি। সেলাম।

ওসমানের প্রস্থান

বিমলা। তাই তো, এখন কি করি ? কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে, ছাড়াবার কোনো উপায় নেই। চীৎকার করে দুর্গ রক্ষীদের জাগরিত করব ? কিন্তু পাথরের দুর্ভেদ্য দেওয়াল ভেদ করে সে চীৎকার কারো কানে পৌছুবে কি ? না, চীৎকার করে কোনো লাভ নেই। ওসমান খাঁ হয়তো এখুনি চলে আসবে। দেখি, কোনো কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে পারি কি না ?

(সসৈন্যে ওসমানের পুনঃ প্রবেশ)

ওসমান। তাজ খাঁকে আমার আদেশ জানিয়েছ ?

রহিম। আজ্ঞে জনাব।

ওসমান। উত্তম, ইশ্বার খাঁ—যে ক'জন দুর্গে প্রবেশ করেছে, [illegible] অনুগামী হতে বলে এসো।

[ইশ্বার খাঁর প্রস্থান

দুর্গ বাইরে তাজ খাঁ রইল সঙ্কেতের অপেক্ষায়। সঙ্কেত পেলেই সে বাইরে থেকে দুর্গ আক্রমণ করবে। রহিম সেখ—

রহিম। জনাব।

ওসমান। এই স্ত্রীলোকটি বড় বুদ্ধিমতী। একে এতটুকু বিশ্বাস নেই। তুমি এর কাছে প্রহরী থাক যদি পালাবার চেষ্টা করে তাহ'লে স্ত্রী বধেও দ্বিধা করো না

রহিম। যে আজ্ঞে।

ওসমান। তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

রহিমকে রাখিয়া সসঙ্গে ওসমানের প্রস্থান।

(রহিম পুনবার বিমলার মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিল। বিমলা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ছলনার জাল বিস্তার করিল। অপাঙ্গ তীর অঙ্গও শাণিত করিল।)

বিমলা। শেখজি, ও শেখজি।

রহিম। আমায় বলছ ?

বিমলা। হ্যাঁ গো, তোমায় নয় তো কাকে ?

রহিম। কি বল ?

বিমলা। আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে তুমি আমার কাছে একা বসো না।

রহিম। বসব।

বিমলা। হ্যাঁ।

রহিম। আ।ম ?

বিমলা। হ্যাঁ।

রহিম। তোমার পাশে ?

বিমলা। হ্যাগো।

রহিম। বেশ এই তবে বসলুম।

(পার্শ্বে উপবেশন এবং বিমলার প্রতি ঘনঘন দৃষ্টিপাত।)

বিমলা। শেখজি, তুমি বড় ঘামছ। একবার আমার বাঁধন খুলে দাও যদি, আমি তোমাকে বাতাস করি, পরে আবার বেঁধে দিও।

রহিম। বাতাস করবে ? তা বেশ—। এই খুলে দিচ্ছি—।

(বিমলার বাঁধন খুলিল। বিমলা ওড়না দিয়া তাহাকে দু'একবার বাতাস করিয়া ওড়না গায়ে জড়াইয়া লইল। রহিমের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই বিমলার রূপসুধা পানে তাহার নেশা ধরিয়াছে।)

বিমলা আচ্ছা শেখজি ! একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি।

রহিম। একটা কেন ? একশটা করনা ? জিজ্ঞাসা কর ?

বিমলা তোমার স্ত্রী তোমাকে কি ভালবাসে ?

রহিম। কেন ? ভালবাসবে না কেন ?

বিমলা। ভালবাসলে এই বসন্তকালে কোন্ প্রাণে তোমার মত স্বামীকে ছেড়ে আছে ?

রহিম। বসন্তকাল কি বলছ ? এটা যে গ্রীষ্মকাল

বিমলা ঐ হ'ল। প্রেমিকের কাছে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সবই—বসন্তকাল।

রহিম তা বটে ! তা বটে !

বিমলা শেখজি বলতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি আমার স্বামী হতে তবে আমি এখনো তোমাকে ছেড়ে আসতে দিতাম না।

রহিম। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিল) হা আল্লা !

বিমলা। আহা, তুমি যদি আমার স্বামী হতে !

রহিম। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিল) হায় নসীব !

(রহিম একটু একটু করিয়া বিমলার কাছে সরিয়া বসিতেছিল। বিমলাও তাহার কাছে একটু সরিয়া আসিল। একসময় হাত বাড়াইয়া তাহার একখানা হাত ধরিল। রহিম একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।)

বিমলা। শেখজি, বলতে ভীষণ লজ্জা করছে। তবু না বলে পারছি না। যুদ্ধজয় করে তোমরা যখন ফিরে যাবে, তখন আমাকে কি তোমার মনে থাকবে ?

রহিম। তোমাকে মনে থাকবে না ? কী যে বল !

বিমলা। তাহলে মনের কথা তোমাকে বলব ?

রহিম। বল না ? বল ?

বিমলা। না বলব না, তুমি কি ভাববে !

রহিম। না, না, আমি কিছু ভাবব না। বিবি, তুমি আমাকে তোমার গোলাম বলে জেন।

বিমলা। তাহলে কথাটা বলেই ফেলি। দেখ, আমার মনে বড় ইচ্ছা হচ্ছে পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়ে তোমার সঙ্গে চলে যাই—

রহিম। সত্যি—বলছ ! যাবে ?

বিমলা। নিয়ে যাও তো যাই—

রহিম। মার্ দিয়া কেল্লা ! তোমাকে নিয়ে যাব না ? তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

বিমলা। আঃ বাঁচালে আমায়। তোমার এ ভালবাসার পুরস্কার আর কি দেব ? এই নাও—

(কণ্ঠহার খুলিয়া রহিমকে পরাইয়া দিল।)

বিমলা। আমাদের শাস্ত্রে বলে, একের মালা অন্যের গলায় দিলে বিয়ে হয়।

রহিম। বিবি তবেতো তোমার সঙ্গে আমার শাদি হয়ে গেল!

বিমলা। তা হ'ল বৈকি!

রহিম। হা আল্লা! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গা! পড়ে পাওয়া শাদি! কি বিবি, চুপ করে কি ভাব্‌ছ?

বিমলা। ভাবছি আমার কপালে বুঝি সুখ নাই। বৃথা আশা।

রহিম। কেন? বৃথা হবে কেন?

বিমলা। তোমরা দুর্গ জয় ক'রে যেতে পারবে না।

রহিম। নিশ্চয়ই পারব। দেখনা, এতক্ষণে হয়তো কেল্লা ফতে হয়ে গেল।

বিমলা। উঁ হু, এর এক গোপন কথা আছে।

রহিম। কি?

বিমলা। তোমাকে—সে কথাটা বলেই দিই। তা'হলে যদি কোন রকমে দুর্গ জয় করতে পার।

রহিম। ব্যাপারটা কি খুলে বলোতো?

বিমলা। তোমরা জান না, এই দুর্গের বাইরে জগৎসিংহ—দশহাজার সৈন্য নিয়ে বসে আছে। তোমরা আজ গোপনে আসবে জেনে, সে আগে এসে বসে আছে। এখন কিছু করবে না। তোমরা দুর্গজয় করে যখন নিশ্চিন্ত থাকবে, তখন সে এসে তোমাদের ঘেরাও করবে।

রহিম। সে কি!

বিমলা। হ্যাঁ, একথা দুর্গের সকলেই জানে। আমরাও—শুনেছি।

রহিম। জান্, আজ তুমি আমাকে বড় লোক করলে। আমি এখনই গিয়ে সেনাপতিকে বলে আসি। এমন জবর্ খবর দিলে শিরোপা পাব। তুমি এখানে বোসো। আমি শিগ্‌গিরই আসছি।

বিমলা। তুমি আসবে তো?

রহিম। আসব বৈকি, এই এলাম বলে।

বিমলা। আমাকে ভুলবে না?

রহিম। না—না—

বিমলা। দেখো, মাথা খাও।

রহিম। চিন্তা কী? আমি গেলাম—আর এলাম।

[রহিমের প্রস্থান]

বিমলা। আর বিলম্ব নয়, এই সুযোগ! দুর্গাধিপকে—বিপদের কথা জানিয়ে আসি।

(নেপথ্যে "আল্লা—আল্লাহো," রণকোলাহল)

একি! পাঠান সেনার জয়ধ্বনি! দুর্গাবাসীরা এইবার জেগে উঠে অস্ত্র ধরবে। দেখি—

[বিমলার প্রস্থান]

(রহিমের প্রবেশ)

রহিম। আচ্ছা বিবি, সেনাপতিকে তো—একি! কোথায় বিবি! বিবি, মেরিজান, মেরি আস্ত কালজা। কই, নেই তো! তবে কি পালিয়েছে? এতবড় শয়তানী—দেখি—

(বিমলার পুনঃ প্রবেশ)

বিমলা। পারলাম না—কিছুতেই কক্ষে প্রবেশ করতে পারলাম না।

(রহিম হাত ধরিল)

রহিম। এই যে, কোথায় পালিয়েছিলে?

বিমলা। চুপ করো, আস্তে কথা কও। তোমার দেরি দেখে আমি তোমায় খুঁজতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যস্, ফিরে এসে দেখা পেলাম—

রহিম। সত্যি বলছ? আমার খোঁজে?

বিমলা। তবে আবার কার খোঁজে যাব? ভাবলুম, চোখের বার হয়ে তুমি বুঝি আমায় ভুলেই গেলে—

রহিম। তোমায় ভুলব! হায় হায়! কি যে বল?

বিমলা। শোনো, এখুনি তো দুর্গ জয় হয়ে যাবে। এই পথ ধরে গিয়ে ডান দিকের একেবারে সব শেষের ঘরটা আমার। ঘরে পালঙ্কের নীচে আমার জড়োয়া গয়নার বাক্স রয়েছে। বাক্সটা আগে থেকে তুমি হাত কর। নইলে দরজা ভেঙ্গে আর সবাই লুটে-পুটে নেবে। এই নাও ঘরের চাবি।

(চাবি প্রদান)

এক লহমা দেরি কোরোনা, খুব তাড়াতাড়ি এসো।

দিগ্গজ। আচ্ছা—আচ্ছা—

[প্রস্থান]

বিমলা। দুর্গাধিপের প্রকোষ্ঠের মধ্যে অসংখ্য পাঠান প্রবেশ করেছে। সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করছেন দুর্গস্বামী। কে জানে, অগণন শত্রুসেনার সঙ্গে তিনি কতক্ষণ যুদ্ধ করবেন। যাই, যুবরাজ জগৎসিংহকে সংবাদটা দিয়ে আসি।

(প্রস্থানোদ্যত। আশমানী ও তিলোত্তমার প্রবেশ।)

তিলোত্তমা। বিমলা—বিমলা—

বিমলা। তিলোত্তমা, কুমার জগৎসিংহ কোথায় ?

আশমানী। কুমার সমুদ্রতরঙ্গবৎ বিপুল পাঠান বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ করছেন। অদ্ভুত তাঁর অসিচালনা। পথ মুক্ত করে দিয়ে আমাদের এই দিকে পাঠিয়ে তিনি শত্রুর সামনে একাকী রুখে দাঁড়িয়েছেন।

তিলোত্তমা। কিন্তু ভগবান জানেন, কতক্ষণ তিনি একাকী যুদ্ধ করবেন। কক্ষ পাঠান সেনায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

(আহত জগৎসিংহের প্রবেশ)

জগৎ। তিলোত্তমা, বিমলা—

তিলোত্তমা। একি কুমার! সর্বাঙ্গে রক্তধারা! ওঃ ভগবান—

জগৎ। না না, আমার জন্য চিন্তিত হোয়ো না তোমরা। আমার মত একজন

সেনানীর জীবনের চেয়ে—অনেক বেশী মূল্যবান—তোমাদের নারীত্ব, তোমাদের সতীত্ব,—তোমাদের নারী-জীবনের কৌস্তভরত্ন। বিমলা, দুর্গের সিংহদ্বারে, অন্তঃপুরের গুপ্ত-ফটকে অজস্র পাঠান। সে ব্যূহ ভেদ করে বাইরে যাবার প্রচেষ্টা শুধু বাতুলতা। এ দুর্গের আর কি কোনো গুপ্তপথ নেই?

বিমলা। আছে যুবরাজ, গুপ্ত-সুড়ঙ্গ, আমোদর নদীর তীর পর্যন্ত। তার সন্ধান কেউ জানে না।

জগৎ। তবে বিলম্ব কোরো না, সেই পথে তোমার সখীকে নিয়ে শীঘ্র পালিয়ে যাও।

তিলোত্তমা। কিন্তু আপনাকে একাকী এমন বিপন্ন অবস্থায় রেখে? না,—না, আমি যাব না যুবরাজ—

জগৎ। রাজকন্যা, আমার জীবনের চেয়ে যা অনেক মূল্যবান তাই রক্ষা করার জন্য আমি তোমায় অনুরোধ করছি—সকাতরে ভিক্ষা চাইছি।

তিলোত্তমা। যুবরাজ—(পুনরায় পাঠান সেনার জয়ধ্বনি)

জগৎ। ঐ শত্রুর জয়ধ্বনি! মুহূর্তমধ্যে তারা এইদিকে এসে পড়বে। মনে রেখো, এ জীবনে দেখা না হয়, জন্মান্তরে দেখা হবেই; যাও, আর দ্বিরুক্তি নয়। গুপ্ত সুড়ঙ্গ—গুপ্ত সুড়ঙ্গ—

[তিলোত্তমা প্রভৃতিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। পুনরায় "আল্লা—আল্লাহো" ধ্বনি।]

জগৎ। ব্যস্ এবার আমি মুক্ত। নিশ্চিন্ত মনে ছুটে চললাম মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে।

[প্রস্থানোদ্যত, একজন পাঠান আসিয়া তার পথরোধ করিল

পাঠান। কোথায় পালাবে দুষমন? মরণ তোমার সম্মুখে—

[অসিদ্বারা আক্রমণ, জগৎসিংহের তরবারির আঘাতে তাহার তরবারি হস্তচ্যুত হইল। পাঠান পড়িয়া গেল।]

জগৎ। রক্তমোক্ষণে দুর্বল আমি। কম্পান্বিত আমার বাহু। তবু তোর মত শয়তানকে বধ করবার বল এখনো এ বাহুতে আছে।

বুকে চাপিয়া বসিলেন। ঠিক সেই সময়ে অন্য এক পাঠান পিছন হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিল। জগৎসিংহ পড়িয়া গেলেন]

জগৎ। ওঃ ভগবান! আর পারলুম না। দু'চোখে অন্ধকার নেমে আসে। এ জীবনের বুঝি এই শেষ।

২য় পাঠান। না, এখনো শেষ হয়নি। শেষ হবে এই শাণিত অস্ত্রের মুখে।

[পুনঃ অস্ত্রাঘাতে উদ্যত। পশ্চাৎদিক হইতে ওসমান খাঁ আসিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। পাঠান ছিটকাইয়া পড়িল।]

ওসমান। তফাত থাকো শয়তান। মুমূর্ষু শত্রুকে অস্ত্রাঘাত করে যে, সে পাঠান-সৈনিক নয়,—সে ঘৃণিত -কসাই।

২য় পাঠান। কসুর মাফ করবেন মেহেরবান।

ওসমান। যাও। আহত মুমূর্ষু বীরেন্দ্রসিংহের শুশ্রূষার জন্য হেকিম নিযুক্ত হয়েছে। মূর্ছিত যুবরাজকেও তোমরা দুজনে ধরে সেই কক্ষে নিয়ে যাও। হেকিম সাহেবকে বল, অবিলম্বে কুমার জগৎসিংহের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে।

২য় পাঠান। যো হুকুম জনাবালি।

[পাঠানদ্বয় জগৎসিংহকে ধরিয়া লইয়া গেল

ওসমান। কিন্তু সেই বন্দিনী কোথায় গেল? এইখানেই তো তাকে বন্দনা দিয়ে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম? সে কি তবে পালাল? সর্বনাশ! সেই চতুরা নারী যদি পালিয়ে থাকে—তা'হলে যেকোনো মুহূর্তে আমাদের অনিষ্ট সাধন করতে পারে। কোথায় সে? কোথায় বা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা? ছুটে যাও, ছুটে যাও পাঠান ফৌজ,—যেখানে পাও—বন্দী কর সেই পলাতকাদের—

(তিলোত্তমা, বিমলা ও আশমানীসহ জনৈক পাঠানের প্রবেশ)

পাঠান। পলাতকদের গ্রেপ্তার করেছি জনাব।

ওসমান। এই যে আসামী হাজির। কোথায় পেলে?

পাঠান। দুর্গনিম্নে এক সুড়ঙ্গে। সেই সুড়ঙ্গ পথে পালাচ্ছিল। দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সুড়ঙ্গ মুখে। জবরদস্তি করতে হয় নি জনাব, খবর বলে হাত বাড়াতেই ভয়ে ভয়ে চলে এসেছে আমার সঙ্গে।

ওসমান। বহুত খুশী করেছ সৈনিক। বহুত খুশী করেছ। তোমার নাম—

পাঠান। গোলামের নাম করিমবক্স। কিন্তু ও নাম বললে আমায় কেউ চেনে না। আগে আমি মোগল সৈন্যে ছিলাম। তাই ঠাট্টা করে সবাই আমায় মোগল-সেনাপতি বলে ডাকে।

বিমলা। মোগল-সেনাপতি! অভিরাম স্বামীর গণনা! মোগল-সেনাপতির দ্বারা তিলোত্তমার অমঙ্গল!

ওসমান। কি বলছ সুন্দরী?

বিমলা। না কিছু নয়।

পাঠান। জনাব, এ বান্দা—(বারবার সেলাম করিতে লাগিল)

ওসমান। পুরস্কার প্রার্থনা কর? বেশ, তোমাকে আমার স্মরণ থাকবে মোগল-সেনাপতি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কতলু খাঁর প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ কক্ষ। পালঙ্কে আহত জগৎসিংহ,
পালঙ্কের পার্শ্বে বসিয়া আয়েষা তাহার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে-
ছিল। অন্যপার্শ্বে গালিচার ওপর ওসমান বসিয়া পুস্তক পাঠ
করিতেছিল ও মাঝে মাঝে সপ্রেম দৃষ্টিতে আয়েষাকে
লক্ষ্য করিতেছিল। জগৎসিংহ এক সময় চোখ
মেলিয়া চাহিলেন। পার্শ্ব-পরিবর্তন করিতে
গিয়া অসহ্য বেদনা অনুভূত হইল,
অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

আয়েষা। স্থির থাকুন, আপনি নড়বেন না। এতটুকু চঞ্চল হবেন না।

জগৎসিংহ। আমি কোথায়?

আয়েষা। কথা বলবেন না, আপনি ভাল জায়গাতেই আছেন। কোন চি
করবেন না।

জগৎসিংহ। বেলা কত?

আয়েষা। অপরাহ্ন। এইবার চুপ করুন। বেশী কথা বললে সেরে উঠ
অনেক দেরি হবে। আপনি যদি আর একটি কথা বলেন—আ
তা'হলে এখান থেকে চলে যাব।

জগৎসিংহ। না, না, বসো। আর একটি কথা, তুমি কে?

আয়েষা। আমি আয়েষা।

জগৎসিংহ। আয়েষা! আমি ভাবলুম তিলোত্তমা। ওঃ তিলোত্তমা—

(যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন)

আয়েষা। ওসমান, ক্ষতস্থানে আবার রক্ত ঝরছে। হকিম সাহেবে ডাক।

(ওসমান বাহিরে গিয়া হকিমকে লইয়া আসিলেন। হকিম কুমারের নাড়ী দেখিলেন। একটি ঔষধ দিলেন। পরে উঠিলেন। আয়েষা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল)

আয়েষা। কেমন দেখলেন ?

হকিম। জ্বর অতি ভয়ানক।

ওসমান। রক্ষা পাবেন তো ?

হকিম। এখনই বলা শক্ত, তবে যে ঔষধ দিয়েছি, এতে যদি উপকার না হয় তাহলে কিছুতেই কিছু হবে না। আমি পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছি, আবার যন্ত্রণা হলে আমায় ডাকবেন। [প্রস্থান]

ওসমান। আয়েষা, রাত অনেক হয়ে গেল, বেগম একটু আগে পরিচারিকা পাঠিয়েছিলেন, তোমায় নিয়ে যেতে। তুমি কি আজ রাত্রে বেগমের কাছেই থাকবে ?

আয়েষা। না, আমি পরিচারিকাকে ফিরে যেতে বলেছি। কুমারকে এ অবস্থায় ফেলে আমি যাব কি করে ?

ওসমান। আয়েষা, তোমার গুণের সীমা নেই। এই পরম শত্রুকে যেমন যত্ন করে সেবা করছ, ভগিনী ভাইয়ের জন্য এমন করে না। রাজপুত্র যদি জীবন ফিরে পান, সে একমাত্র তোমারই জন্য।

আয়েষা। ওসমান, সেবা তো মেয়েদের ধর্ম। পীড়িত ও আহতের সেবা না করলে মেয়েদের অপরাধ হয়। কিন্তু তুমি পুরুষ, বিশেষ করে যুবরাজ জগৎসিংহ যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী—তোমার পরম শত্রু। তাঁর আরোগ্যের জন্য তুমি যে এত যত্ন করছ, এ জন্য প্রশংসাভাজন তুমি।

ওসমান। না আয়ষা! তোমার সুন্দর স্বভাব, তাই সব কিছুর মধ্যেই মহত্ত্ব দেখ। আমি একাজ করছি স্বার্থের বশে।

আয়েষা। স্বার্থের বশে!

ওসমান। হ্যাঁ, যুবরাজ জগৎসিংহকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি তাহলে আমাদের অনেক লাভ। কুমার যদি আমাদের সদ্‌ব্যবহারে আমাদের বশে আসেন, তবে এঁকে দিয়েই ইচ্ছানুরূপ শর্তে রাজা মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করতে পারব। আর যদি তা না হয়, অন্ততঃ কুমারের মুক্তিমূল্য স্বরূপ মানসিংহের কাছে বিস্তর অর্থ লাভ করব। জগৎসিংহের জীবনে আমাদের প্রয়োজন আছে। নিঃস্বার্থ ভাবে ওর জীবন রক্ষা করতে চাইনি আয়েষা।

আয়েষা। শুধুই কি তাই ?

ওসমান। হ্যাঁ আয়েষা, আমি যে স্বার্থপর তাতো তুমি জানো। আমার স্বার্থপরতার কোন প্রমাণ তুমি নিজেই কি পাওনি কখনো ?

(আয়েষা ওসমানের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন

ওসমান। চুপ করে থেকোনা আয়েষা ! আজও আমি তোমার মুখে আমার প্রশ্নের কোন জবাব পেলাম না।

আয়েষা। কি প্রশ্ন ?

ওসমান। আমি যে আশালতা ধরে আছি, আর কতকাল তার তলে জল সিঞ্চন করব ?

(আয়েষার মুখের ভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল)

আয়েষা। ওসমান—ভাই বহিন বলে তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করলে আর কখনো তোমার সামনে বার হব না। এই কথাটি মনে রেখো তুমি।

(হকিমের সঙ্গে কথা বলিতে আয়েষা আগেই দ্বারপ্রান্তে আসিয়াছিল। ... বার জগৎসিংহের শয্যা পার্শ্বে গিয়া বসিল)

ওসমান। ভাই বহিন ! ভাই বহিন ! ঐ এককথা চিরকাল ! কুসুম কোমল দেহে যে পাথরের প্রাণ থাকতে পারে—তার একমাত্র প্রমাণ তুমি।

আয়েষা। ওসমান! হকিম সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।

(ওসমানের প্রস্থান। আয়েষা জগৎসিংহকে হাওয়া করিতে লাগিল। ওসমান-সহ হকিম সাহেব পুনঃ প্রবেশ করিয়া জগৎসিংহকে পরীক্ষা করিলেন)

আয়েষা। কি বুঝছেন?

হকিম। আর চিন্তা নেই—ইনি রক্ষা পেয়েছেন।

ওসমান। জ্বর ত্যাগ হয়েছে?

হকিম। হয়েছে, আর আমার থাকবার প্রয়োজন নেই। এই ঔষধ দুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত ঘড়ি ঘড়ি খাওয়াবেন। আর কিছু করতে হবে না।

[হকিমের প্রস্থান]

আয়েষা। তুমি গৃহে যাও ওসমান!

ওসমান। তুমিও চল, তোমায় বেগমের কাছে রেখে আসি—

আয়েষা। না, জ্বর ত্যাগ হলেও, আজ আমাকে রোগীর পাশে থাকতেই হবে। তুমি এস।

ওসমান একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আয়েষার পানে চাহিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল। জগৎসিংহের ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল]

জগৎসিংহ। (চারিদিকে চাহিয়া) আমি কোথায়?

আয়েষা। কতলু খাঁর দুর্গে।

জগৎসিংহ। আমি কেন এখানে?

আয়েষা। আপনি··· আপনি পীড়িত।

জগৎসিংহ। না—না, মনে পড়েছে—আমি বন্দী হয়ে এখানে এসেছি। আমি বন্দী!

(একটু পরে আয়েষার পানে চাহিলেন)

জগৎসিংহ। তুমি কে?

আয়েষা। আমি আয়েষা।

জগৎসিংহ। আয়েষা! ভারী সুন্দর নাম। কিন্তু আয়েষা কে?

আয়েষা। কতলু খাঁর কন্যা।

জগৎসিংহ। ওঃ তুমি শাহাজাদী। আচ্ছা বলতো, আমি কয়দিন এখানে আছি?

আয়েষা। চার দিন।

জগৎসিংহ। গড়মান্দারণ এখনো তোমাদের অধিকারে আছে?

আয়েষা। হ্যাঁ।

জগৎসিংহ। বীরেন্দ্রসিংহের কি হয়েছে?

আয়েষা। তিনি বন্দী, আজ তার বিচার হবে।

জগৎসিংহ। আর আর সকলে?

আয়েষা। সব কথা আমি জানি না। আমায় জিজ্ঞাসা করে বিপন্ন করবেন না। আপনি অসুস্থ সবেমাত্র জ্বর ত্যাগ হয়েছে। আপনাকে মিনতি করছি—এবার একটু চুপ করুন।

জগৎসিংহ। হ্যাঁ চুপ করব। কিন্তু তিলোত্তমা—

আয়েষা মুখের কাছে পাত্রে করিয়া ঔষধ ধরিলেন

আয়েষা। এই ঔষধটুকু পান করে ফেলুন। (জগৎসিংহ ঔষধ পান করিলেন।) এইবার চুপ করে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

জগৎসিংহ। ঘুমুব? ঘুমুব! দেখ, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতাম—স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসে শুশ্রূষা করছেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?

আয়েষা। আপনি তিলোত্তমাকেই স্বপ্ন দেখে থাকবেন। (আমি তো আপনার শিয়রে বসে নেই, আমার স্থান আপনার পায়ের তলায়।)

(কথা বলিতে বলিতে আয়েষার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দিল। সে তাড়াতাড়ি মাথা নত করিল। বিস্মিত হতবাক জগৎসিংহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল মনে হইল, তাঁহার পায়ের উপর দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বধ্যভূমিসান্নিধ্য। প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলিত বীরেন্দ্রসিংহ ও কতলু খাঁ।)

কতলু খাঁ। শোনো বীরেন্দ্রসিংহ, কাল প্রকাশ্য দরবারে আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি। তাই তুমি শৃঙ্খলিত হয়ে বধ্যভূমিতে এসেছ। ঘাতকের খড়্গে তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করার পূর্বে, আমি তোমাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

বীরেন্দ্র। কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছ কতলু খাঁ—

কতলু। বল, তুমি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। স্বীকার করো যে আমার বিরুদ্ধাচারণ করে তুমি অন্যায় করেছ।

বীরেন্দ্র। তোমার বিরুদ্ধাচারণ! তোমার বিরুদ্ধে আমি কি কাজ করেছি তাই আগে বল?

কতলু। কেন? কেন তুমি আমার আদেশমত আমাকে সৈন্য ও অর্থ পাঠাতে অসম্মত হয়েছিলে?

বীরেন্দ্র। কেন তোমাকে অর্থ দেব? কেন তোমাকে সেনা দেব? তুমিতো রাজবিদ্রোহী দস্যু।

কতলু। উদ্ধত রাজপুত, রসনা সংযত করে কথা বল।

বীরেন্দ্র। স্পর্ধিত পাঠান, ইচ্ছা করলে এই বন্দীর রসনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে পার। কিন্তু, তাকে সত্যভাষণে বিরত করতে পারবে না।

কতলু। সত্যভাষণ! এই বধ্যভূমিতে এসেও এখনও তোমার জীবনের আশা ছিল, কিন্তু তুমি নির্বোধ, দর্প করে নিজেরই মৃত্যুকে আবাহন করে আনছ।

বীরেন্দ্র। মৃত্যু! হাঃ হাঃ হাঃ। কতলু খাঁ, তোমার মত শত্রুর কাছে আমি দয়ার প্রত্যাশা করি না। তোমার অনুগ্রহে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু

আমার অনেক কাম্য—। তোমায় আশীর্বাদ করে আমি মৃত্যুকে বরণ করতাম। কিন্তু পশু তুমি। আমার পবিত্র কুলে কালি দিয়েছ। আমার প্রাণের অধিক ধনকে—

[অশ্রুজলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল]

কতলু। বীরেন্দ্রসিংহ, তুমি কি আমার নিকটে কিছুই প্রার্থনা কর না? বেশ করে ভেবে দেখ। স্মরণে রেখো, তোমার সময় নিকট।

বীরেন্দ্র। তোমার কাছে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নেই। কেবল এক ভিক্ষা, যত শীঘ্র হয় তুমি ঘাতককে—আমায় বধ করতে বল।

কতলু। অত ব্যস্ত কেন বীরেন্দ্রসিংহ? তুমি প্রার্থনা না করলেও, সে কার্য শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। অন্য কোনো প্রার্থনা তোমার নেই?

বীরেন্দ্র। এ জন্মে আর কিছু চাই না।

কতলু। মৃত্যুকালে, একবার তোমার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না?

বীরেন্দ্র। যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে এসে আজও বেঁচে থাকে, তবে সাক্ষাৎ করব না। আর যদি মরে গিয়ে থাকে, নিয়ে এসো, আমি তাকে বুকে নিয়ে মরব।

কতলু। ওঃ, তাহ'লে এই তোমার শেষ ইচ্ছা?

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ। এই আমার শেষ ভিক্ষা।

কতলু। উত্তম, জল্লাদ!

(জল্লাদের প্রবেশ ও অভিবাদন)

একে বধ্যভূমিতে নিয়ে কার্য সমাধা করো। বিলাস কক্ষে নর্তকীরা আমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে। তাদের লীলায়িত বাহুবল্লরী আমার জন্য স্বর্ণ পিয়ালাপূর্ণ রক্তিম শরাব এগিয়ে দেবার আগেই আমি দেখতে চাই—তোমার এই মাংসল বাহু বাড়িয়ে তুমি নিয়ে এসেছ আমার জন্য বীরেন্দ্রসিংহের তপ্ত রক্ত, তপ্ত রক্ত! হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান]

জল্লাদ। চল বন্দী, আর বিলম্ব কেন, চল ওই বধ্যমঞ্চে—

বীরেন্দ্র। না, বিলম্ব তো আমি করছি না। বিলম্ব করছ তোমরা। চল,—

(প্রস্থানোদ্যত। দ্রুত ওসমান খাঁর প্রবেশ)

ওসমান। অপেক্ষা—

জল্লাদ। কে। সৈন্যাধ্যক্ষ। (অভিবাদন করিল)

ওসমান। জল্লাদ,—প্রহরী, আমার অনুরোধ, তোমরা একটু সময়ের জন্য বন্দীকে আমার জিম্মায় রেখে অন্তরালে অবস্থান করো।

জল্লাদ। গোস্তাকি মাফ্ করবেন জনাব—নবাব সাহেবের হুকুম এই দণ্ডেই—

ওসমান। জানি জল্লাদ! এখনি তুমি তোমার কর্তব্য সাধন করবে। আমি বাধা দেব না। তবু একটু সামান্য সময় বন্দীকে একা রেখে যাও।

জল্লাদ। কিন্তু, নবাবের বিনা অনুমতিতে—

ওসমান। তাতে তোমার কিছু মাত্র অপরাধ হবে না। স্মরণ রেখো জল্লাদ, আমি শুধু নবাব কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রই নই, আমি তাঁর সিপাহ-শালার।

জল্লাদ। যো হুকুম জনাব।

[প্রহরীগণ সহ জল্লাদের প্রস্থান]

ওসমান। গড়মান্দারণ-পতি বীরেন্দ্রসিংহ!

বীরেন্দ্র। বল ওসমান খাঁ, কি তুমি বলতে চাও?

ওসমান। আমি কিছু বলতে চাই না। যা বলবার তা বলবেন—বলবেন এই ইনি—

[ওসমান খাঁ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি প্রবেশ করিল]

বীরেন্দ্র। কে, কে তুমি!

[নারী অবগুণ্ঠন ফেলিয়া বীরেন্দ্রসিংহের বুকে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বীরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন—রমণী আর কেহ নয়, বিমলা।]

বিমলা। স্বামী, প্রভু!

বীরেন্দ্র। একি! বিমলা! তুমি!

বিমলা। আজ তুমি আমায় বাধা দিও না। বাধা দিলে আর আমি শুনব না। সমস্ত জীবন তোমার দাসী সেজে, পত্নীত্বের সকল অধিকার ত্যাগ করে এসেছি। জীবনে এই প্রথম, মৃত্যুকে সামনে রেখে, শুধু এই একটি মুহূর্তের জন্য, তুমি আমায় সারা জগতের সামনে প্রচার করতে দাও—আমি তোমার স্ত্রী, আমি তোমার সহধর্মিণী।

বীরেন্দ্র। বিমলা, বিমলা! মৃত্যুপথযাত্রিক মহাকাল জানেন, মহাদেব সাক্ষী, তুমি আমার ধর্মতঃ জীবনসঙ্গিনী।

বিমলা। সেই জীবনসঙ্গিনীকে ফেলে তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ প্রভু! আমি দেব না, তোমায় যেতে দেব না—

বীরেন্দ্র। ছিঃ বিমলা! আমার চোখে জল এনো না। শত্রু ভাববে আমি মৃত্যুভয়ে কাতর হয়েছি।

বিমলা। স্বামী—

বীরেন্দ্র। না, আর কোন কথা নয়। আমি যাই। প্রিয়তমে—[illegible] শ্মশানে এসো।

বিমলা। আসব। পেছনে আসব। তবে—

বীরেন্দ্র। কি?

বিমলা। (চাপা গলায়) আগে—আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ নেব।

বীরেন্দ্র। পারবে?

বিমলা। (ডান হাত দেখাইয়া) এই হাতে। হাতের স্বর্ণ-অলঙ্কার ত্যা[illegible] করলাম। (কঙ্কন প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিল) তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, শানি• লৌহ ভিন্ন এ হাতে কোন অলঙ্কার এ জীবনে আ[illegible] ধরব না।

বীরেন্দ্র। পারবে, তুমি পারবে। ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

ওসমান। (নেপথ্যে) আর কত বিলম্ব আপনাদের?

বিমলা। না, আর বিলম্ব নেই! স্বামী—

বীরেন্দ্র। আমি আসি প্রিয়তমে—

(জল্লাদ ও প্রহরীসহ ওসমানের পুন[illegible] প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহ ধরিল)

ওসমান। আপনি, আপনি এ সময় এখান থেকে চলুন

বিমলা। না ওসমান, আমার চোখের সামনেই আমার বৈধব্য ঘটুক স্বামীর তপ্তরক্তে আমার মনের সব ব্যথা, সব সংকোচ ধুয়ে মু[illegible] নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব

(ওসমানের ইঙ্গিতে বীরেন্দ্রসিংহকে লইয়া প্রহরী ও জল্লাদের প্রস্থান। নেপ[illegible] মরণ আর্তনাদ শ্রুত হয়। তারপর সব নিস্তব্ধ। বিমলা পাথরের ম[illegible] দাঁড়াইয়া রহিল। ওসমান তাহার সান্ত্বনা [illegible] চাহিল।)

ওসমান। মা! মা!

বিমলা। ওসমান, সব শেষ হয়ে গেল। [illegible] না? [illegible] সব শেষ] যাক এদিককার চিন্তা ফুরাল। এইবার তিলোত্ত[illegible] তিলোত্তমার কি হবে ওসমান?

ওসমান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তার নারী মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় ত[illegible] আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বিমলা। ঈশ্বর, তোমার মঙ্গল করুন। আর এক অনুরোধ, যুব[illegible] জগৎসিংহ—

সমান। জগৎসিংহ প্রাসাদেই রয়েছেন। তিনি আজ অনেকটা সুস্থ।

মলা। এই পত্রখানি তুমি কুমার জগৎসিংহকে পৌঁছে দেবে?

সমান। মার্জনা করবেন, আমি রাজভৃত্য, বন্দীর নিকট কোনো পত্র নিজে না পড়ে পৌঁছে দিতে পারি না—

মলা। বেশ, তুমি পড়েই দেখ, ওতে আর কিছুই নেই। আছে শুধু আমার আত্মপরিচয়—

(ওসমান পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ে তাহার মুখের ভাব পরিবর্তন হইল।)

সমান। কি বিচিত্র!

মলা। কি ওসমান?

সমান। পত্রে আপনি লিখেছেন, "আমি তখন কাশীধামে আমার মাতার সঙ্গে ছিলাম। এক রাত্রে এক পাঠান স্ত্রী ও শিশুপুত্র লইয়া আমার মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। রাত্রে এক চোর পাঠানের বালক পুত্রকে চুরী করিয়া পলাইতেছিল। আমার চীৎকারে পাঠান জাগিয়া উঠিয়া চোরকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার শিশুটি রক্ষা পায়।"

মলা। আমার তখন ছয় বৎসর বয়স, সব কথা মনে নেই, মায়ের মুখে শুনেছি এ কাহিনী।

মান। আপনার কি তখন অন্য নাম ছিল?

মলা। সে যাবনিক নাম, পিতা পরে আমার নাম পরিবর্তন করেন।

সমান। কি সে নাম? মাহরু—

মলা। তুমি কি করে জানলে?

মান। আমিই সে অপহৃত বালক—

মলা। তুমি!

ওসমান। হ্যাঁ, সেদিন আপনিই আমার জীবনরক্ষা করেছিলেন, আমি আপনার কিছু প্রত্যুপকার করতে চাই।

বিমলা। এ পৃথিবীতে আমার তো সবই ফুরিয়েছে। আর কি উপকার করবে তুমি?

ওসমান। [অঙ্গুলী হইতে একটি আংটি খুলিয়া বিমলাকে দিল] এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন। দুএকদিন পরেই কতলু খাঁর জন্মদিন উৎসব, সেদিন প্রহরীরা সকলে উৎসবে মত্ত থাকবে। সেইদিন আমি আপনাকে উদ্ধার করব।

বিমলা। ওসমান!

ওসমান। সেইদিন নিশীথে অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসবেন। যদি কেউ এই রকম দ্বিতীয় আংটি আপনাকে দেখায়, নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে বাইরে চলে আসবেন। কিন্তু দেখবেন, একা আসবেন। সঙ্গে যেন আর কেউ না থাকে। আর কেউ থাকলে বিপদ ঘটতে পারে।

বিমলা। বেশ, তাই হবে, এই আংটির সাহায্যে সেদিন শুধু একজনই মুক্তিলাভ করবে।

ওসমান। এবার চলুন, আপনাকে অন্তঃপুরে পৌঁছে দিয়ে, আমি কুমার জগৎসিংহকে আপনার পত্র দিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান



তৃতীয় দৃশ্য

কতলু খাঁর প্রাসাদে জগৎসিংহের পূর্ব বর্ণিত কক্ষ। জগৎসিংহ এখন অনেকটা সুস্থ। বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরে কি যেন দেখিতেছিলেন। ওসমান খাঁ প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন।

ওসমান। অভিবাদন গ্রহণ করুন যুবরাজ!

জগৎসিংহ। কে। (ফিরিয়া তাকাইয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন) ওঃ, ওসমান খাঁ! আসুন। আসুন সেনাপতি!

ওসমান। কুমারকে আজ অনেকটা সুস্থ বোধ হচ্ছে।

জগৎ। হ্যাঁ, আগের চেয়ে অনেক সুস্থ।

ওসমান। ও জানালায় দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কি দেখছেন?

জগৎ। একটি অপূর্ব দৃশ্য! দেখুন না ঐ দিকে আপনিও দেখবেন।

(ওসমান গবাক্ষে গেলেন। জগৎসিংহ অঙ্গুলী দিয়ে কি যেন দেখাইলেন।)

ওই দেখুন।

ওসমান। রাজপুত্র কি ওকে কখনও দেখেন নি?

জগৎ। না।

ওসমান। ও আপনাদেরই ব্রাহ্মণ। কথাবার্তায় বড় সরল, ওকে গড়মান্দারণে দেখেছিলাম।

জগৎ। গড়মান্দারণে! ওর নাম?

ওসমান। তবেইতো মুস্কিলে ফেললেন। ওর নামটি কিছু কঠিন, হঠাৎ স্মরণ হয় না। গণপত? না, গণপত—গজপত না; গজপত কি?

জগৎ। গজপত তো এ দেশীয় নাম নয়। অথচ ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও বাঙালী।

ওসমান। হ্যাঁ, বাঙালীই বটে। ওর একটা উপাধি আছে। আচ্ছা, এলেম এলেম কি ?

জগৎ। না ওসমান খাঁ, বাঙালীর উপাধিতে এলেম শব্দ ব্যবহৃত হয় না এলেমকে বাংলায় 'বিদ্যা' বলে। বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হবে।

ওসমান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদ্যা কি একটা,—রসুন। বাঙালায় হস্তীকে কি বলে বলুন তো ?

জগৎ। হস্তী।

ওসমান। আর ?

জগৎ। করী দন্তী, বারণ, নাগ, গজ—

ওসমান। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্মরণ হয়েছে গজ—গজ— ওর নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ

জগৎ। বিদ্যাদিগ্‌গজ ? চমৎকার উপাধি যেমন নাম, তেমনি উপাধি।

(উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। একটু পরে জগৎসিংহ ওসমানকে বলিলেন)

জগৎ। ওর সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

ওসমান। বেশ তো, আলাপ করুন, আমি এখনি ওকে ডেকে আনাচ্ছি।

ওসমানের প্রস্থান।

জগৎ। শুনলাম ব্রাহ্মণ গড়মান্দারণে থাকতো। ওর কাছে হয়তো গড়মান্দারণের অনেক সংবাদ জানতে পারব। গড়মান্দারণের কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে আয়েষা মুখ নত করে থাকে, ওসমান খাঁ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। কেউ বলে না আমায় গড়মান্দারণের কোন কথা। দেখি, যদি এই ব্রাহ্মণকে দিয়ে—

(ওসমান খাঁ সহ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রবেশ

গজপতি। "যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবৎ গঙ্গা মহীতলে,
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্ "

জগৎ। আসুন ব্রাহ্মণ, বসুন।

(লুঙ্গী পরিহিত গজপতি পৈতা হাতে জড়াইয়া আশীর্বাদ ভঙ্গীতে জগৎসিংহকে বলিলেন)

গজপতি। খোদা খাঁ-বাবুজিকে ভাল রাখুন।

জগৎ। (সহাস্তে) ঠাকুর, আমি মুসলমান নই, হিন্দু।

গজপতি। (কুমারের মনে কোন মতলব আছে মনে করিয়া আতঙ্কে) খাঁ-বাবুজি, আমি আপনাকে চিনি। আপনার অন্নে প্রতিপালন, আমায় কিছু বলবেন না। আমি আপনার শ্রীচরণের দাস।

(পায়ের উপর পড়িল)

জগৎ। ছিঃ ছিঃ একি করছেন ? উঠুন, উঠুন! আপনি ব্রাহ্মণ, আমি রাজ-পুত। আপনি আমার পায়ে পডছেন কেন ? শুনুন আপনার নাম তো গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ?

গজপতি। (অর্ধ স্বগতঃ) ঐগো! নামও জানে। না জানি কি বিপদে ফেলবে! (করজোড়ে) দোহাই শেখজির আমি গরীব। আপনার পায়ে পড়ি।

[পুনঃ পদধারণ]

জগৎ। আঃ উঠুন, উঠুন বলছি। কোন ভয় নেই আপনার। নিশ্চিন্ত হন।

(গজপতি উঠিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁপিতে লাগিল)

জগৎ। আপনার সঙ্গে ওখানা কি ? পুতি ?

গজপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ, মাণিকপীরের পুতি।

জগৎ। ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুতি!

গজপতি। আজ্ঞে, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, কিন্তু এখন তো আর ব্রাহ্মণ নই!

জগৎ। তবে ?

গজপতি। আমি মোছলমান হয়েছি।

জগৎ। সেকি ?

গজপতি। আজ্ঞে হ্যা। যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে বললেন যে, "আয় বামুন, তোর জাত মারব।" এই বলে তাঁরা আমাকে ধরে নিয়ে মুরগীর পালো রেঁধে খাওয়ালেন!

জগৎ। পালো কি?

গজপতি। আতপ চাল, ঘি, আর মুরগীর মাংস একসঙ্গে করে রান্না করা—

জগৎ। ও:! তারপর!

গজপতি। তারপর আমাকে বললেন, "তুই মোছলমান হয়েছিস!" সেই অবধি আমি মোছলমান

জগৎ। আর সকলের কি হয়েছে?

গজপতি। আর আর বামুন যারা ছিল, তারাও ঐ রকম মুরগীর পালো খেয়ে মোছলমান হয়েছে।

জগৎ। ওসমান খাঁ!

ওসমান। কুমার, এতে আমরা তো কোন দোষ দেখি না। মুসলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্মই সত্য ধর্ম। ছলে, বলে, কৌশলে যে উপায়েই হোক না কেন, সেই সত্য ধর্ম প্রচারে আমরা কসুর করি না।

জগৎ। হুঁ। বিদ্যাদিগ্‌গজ মশাই—

গজপতি। বিদ্যাদিগ্‌গজ নয়, আমি এখন শেখ্‌ দিগ্‌গজ।

জগৎ। আচ্ছা, তাই। গড়মান্দারণের আর কারও সংবাদ আপনি জানেন না?

গজপতি। আর সকলের সংবাদ! হ্যাঁ জানি। অভিরাম স্বামী পালিয়ে গেছেন।

জগৎ। বীরেন্দ্রসিংহের কি হয়েছে?

গজপতি। নবাব কতলু খাঁ তাকে কেটে ফেলেছে।

জগৎ। সেকি! ওসমান খাঁ, এ ব্রাহ্মণ কি মিছে কথা বলছে?

ওসমান। না যুবরাজ, সত্য কথাই বলেছে। নবাব বিচার করে রাজ-বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।

জগৎ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

ওসমান। বলুন—

জগৎ। এ কাজ কি আপনার অভিমতে হয়েছে?

ওসমান। না, আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে। (গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে) যাও, তুমি এবার বিদায় হতে পার।

[গজপতি সেলাম করিয়া বিদায় লইতেছিল। জগৎসিংহ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন]

জগৎ। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। বিমলা? বিমলা কোথায়?

গজপতি। বিমলা! আমার চন্দ্রাবলী! আর কি তাকে নিয়ে বেণু বাজিয়ে ধেনু চরাতে পারব! হায় ভগবান!

জগৎ। কাঁদছ কেন? সত্য করে বল? বিমলা কোথায়?

গজপতি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বিমলা এখন নবাবের উপপত্নী।

জগৎ। (ওসমানের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া) এ-ও সত্য?

ওসমান। (জগৎসিংহের কথায় উত্তর দিলেন না। গজপতিকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিলেন) তুমি এখনো কি করছ? যাও, চলে যাও এখান থেকে।

জগৎ। (আরও দৃঢ় মুষ্টিতে গজপতির হাত ধরিলেন) আর এক মুহূর্ত দাঁড়াও, আর একটা কথা মাত্র। তিলোত্তমা? তিলোত্তমার বিষয় কিছু জান?

গজপতি। তিলোত্তমাও নবাবের উপপত্নী—

জগৎসিংহ। যাও, তুমি যাও।

(সবলে গজপতিকে ধাক্কা দিয়া ফেলিলেন। গজপতি কোন রকমে গাত্রোত্থান করিয়া ছুটিয়া পলাইল। জগৎসিংহের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ওসমান লজ্জিত ভাবে নতশিরে তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন)

ওসমান। আপনি আমার প্রতি বিরূপ হবেন না যুবরাজ। আমি সেনাপতি মাত্র—

জগৎসিংহ। আপনি পিশাচের সেনাপতি।

ওসমান। পিশাচের সেনাপতি! থাক্, রাজপুত্র, আপনি উত্তেজিত, এখন এ প্রসঙ্গ থাক। বিমলা আপনাকে একখানি পত্র প্রেরণ করেছেন পত্রখানি পড়ে সুযোগ মত এর উত্তর লিখে রাখবেন। সে উত্তর আমিই বিমলাকে পৌছে দেব! এই নিন্ পত্র।

জগৎসিংহ। বিমলার পত্রে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই ওসমান খাঁ,—

ওসমান। প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে। পড়ে দেখবেন—

(পত্রখানি শয্যার উপর রাখিয়া দিলেন)

যথা সময়ে এসে আমি উত্তর নিয়ে যাব।

জগৎসিংহ। উত্তর আপনিই তাকে জানিয়ে দেবেন। যত শীঘ্র পারে, তারা যেন মৃত্যু বরণ করে, এই আমার একমাত্র কামনা।

ওসমান। রাজপুত্র, আপনার হৃদয় অতি কঠিন।

জগৎসিংহ। কঠিন! হ্যাঁ, কঠিন, কিন্তু পাঠান অপেক্ষা নহে।

ওসমান। পাঠান বোধ হয় আজ পর্যন্ত রাজপুত্রের সঙ্গে খুব বেশী অভদ্র ব্যবহার করেনি!

জগৎসিংহ। না, আপনি আমায় যথেষ্ট দয়া করেছেন। আমি বন্দী, কারাগারই আমার উপযুক্ত স্থান। সেখানে না পাঠিয়ে আমায় প্রাসাদে ঠাঁই দিয়েছেন। কিন্তু এতো আমি চাইনি। আপনাদের এ দয়ার শৃঙ্খল থেকে আমায় মুক্তি দিন। আমায় কারাগারে পাঠিয়ে দিন।

ওসমান। অত ব্যস্ত হবেন না। অমঙ্গলকে ডাকতে হয় না, সে আপনিই আসে।

জগৎসিংহ। অমঙ্গল! কতলু খাঁর প্রাসাদে কুসুম শয্যার চেয়ে কারাগারের শিলা শয্যা আমার পক্ষে অনেক মঙ্গলকর।

ওসমান। রাজপুত্র, আমার অনুরোধ, আপনি শান্ত হোন।

জগৎসিংহ। শান্ত হব সেইদিন, যেদিন কতলু খাঁর বক্ষরক্তে দু'হাত রঞ্জিত করতে পারব। তা যদি না পারি, তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

ওসমান। যুবরাজ, সাবধান, পাঠানের যে কথা সেই কাজ।

জগৎসিংহ। আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন ?

ওসমান। না, ভয় দেখাতে নয়। আমি আজ আপনার কাছে নবাবের আদেশে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

জগৎসিংহ। বলুন কি প্রস্তাব ?

ওসমান। রাজপুত ও পাঠানের যুদ্ধে উভয় কুলই ক্ষয় হচ্ছে শুধু। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, গড়মান্দারণ-বিজয়ী পাঠান নিতান্ত বলহীন নয়।

জগৎসিংহ। হ্যাঁ, পাঠান সুকৌশলী।

ওসমান। পাঠানকে কৌশলী বলুন, আর যাই বলুন, আত্মগরিমা প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এসেছি সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে।

জগৎসিংহ। সন্ধি-স্থাপন ?

ওসমান। হ্যাঁ। মোঘল এবং পাঠান পরস্পরের বিজিত রাজ্য পরস্পরকে ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হক, নবাব কতলু খাঁ এই ইচ্ছাই পোষণ করেন।

জগৎসিংহ। কিন্তু এ প্রস্তাব আমার কাছে কেন ? সন্ধিবিগ্রহের কর্তা মহারাজ মানসিংহ। আপনারা তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে দিন।

ওসমান। মহারাজ মানসিংহের কাছে আমাদের দূত প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কে তাঁর কাছে রটনা করেছে যে যুবরাজ জগৎসিংহ আমাদের হস্তে নিহত। তাই ক্রুদ্ধ মানসিংহ দূতের কোন কথাই শ্রবণ করেননি। আপনি নিজে যদি একবার তাঁর কাছে যান---

জগৎসিংহ। আমি নিজে! আপনার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারছি না! আমি

যদি মহারাজকে স্বহস্তে লিখিত পত্রে সন্ধির শর্ত জানাই তাহলেই তো আপনাদের কার্য সিদ্ধ হয়। আমাকে স্বয়ং যেতে বলছেন কেন?

ওসমান। বলছি এইজন্যে যে, মহারাজ মানসিংহ পাঠানের বক্তব্য সম্যকরূপে অবগত নন্। আপনি নিজে গেলে তাঁকে সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। সন্ধি স্থাপন করা সহজ হবে।

জগৎসিংহ। বেশ, আমি পিতার নিকটে যেতে প্রস্তুত।

ওসমান। যুবরাজ, আপনার কথা শুনে অত্যন্ত সুখী হলাম। তবে আমার আর একটি নিবেদন আছে।

জগৎসিংহ। কি, বলুন?

ওসমান। যদি কোন মতেই সন্ধি-স্থাপনে মহারাজ মানসিংহ সম্মত না হন তাহলে অঙ্গীকার করে যান—আপনি আবার এখানে ফিরে আসবেন?

জগৎসিংহ। অঙ্গীকার করলেই যে ফিরব, তার নিশ্চয়তা কি?

ওসমান। আর কেউ বিশ্বাস না করুক, অন্ততঃ ওসমান খাঁ জানে, রাজপুত কখনও শপথ ভঙ্গ করে না।

জগৎসিংহ। বেশ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর আমি একাকী আবার এখানে ফিরে আসব।

ওসমান। আরও একটি অনুরোধ,—বলে যান যে, আমাদের ইচ্ছানুরূপ শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

জগৎসিংহ। একথা আমি বলতে পারি না ওসমান খাঁ। সম্রাট আমাকে পাঠান জয় করতে এদেশে পাঠিয়েছেন; সন্ধি স্থাপনের জন্য নয়। আপনাদের প্রস্তাবটি আমি শুধু মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত করব। সন্ধি করা, না করা সম্পূর্ণ তাঁর অভিরুচি। আমি তাঁকে এবিষয়ে এতটুকু অনুরোধ করব না।

ওসমান। যুবরাজ, বিবেচনা করে দেখুন, সন্ধি স্থাপন করতে না পারলে আপনার মুক্তির আর কোন উপায় নেই।

জগৎসিংহ। না-ই বা পেলাম মুক্তি। আমার মুক্তিতে দিল্লীশ্বরের কি আসে যায়?

ওসমান। যুবরাজ, আমার অনুরোধ, এখনো ভেবে দেখুন। স্পষ্ট কথাই বলছি, আপনার দ্বারা সন্ধি স্থাপিত হবে শুধু এই আশাতেই কতলু খাঁ আপনাকে জীবিত রেখেছেন। এই প্রাসাদে, এই সুরম্য পরিবেশে আপনাকে রাখা হয়েছে, শুধু ঐ একই কামনায়। স্মরণ রাখবেন, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হলে আপনার সমূহ বিপদ।

জগৎসিংহ। আবার ভীতি প্রদর্শন! আপনি ভুলে যাচ্ছেন পাঠানবীর, একটু আগেই আমি আপনাকে অনুরোধ করেছি—আমায় কারাগারে প্রেরণ করতে।

ওসমান। শুধু কারাগারে পাঠিয়েই যদি নবাব কতলু খাঁ নিবৃত্ত হন—তাহলে আপনার পরম সৌভাগ্য বলেই জানবেন।

জগৎসিংহ। আর কি করবেন? না হয়, বধ্যভূমে বীরেন্দ্রসিংহের রক্তস্রোতের সঙ্গে জগৎসিংহের রক্তস্রোত মিলিত হবে তার অধিক আর কি করবেন কতলু খাঁ? আমাকে জীবিত না রেখে এখন তাই করুন।

ওসমান। অভিলাষ হয়তো অচিরেই পূর্ণ হবে হতভাগ্য রাজপুত্র! আপাততঃ নবাবের আদেশে জানাচ্ছি, আপনার স্থান আর এই প্রাসাদে নয়, আজ থেকে আপনার বাসস্থান নির্দিষ্ট হল লৌহকারাগারে। আসি যুবরাজ, সেলাম।

[অভিবাদন করিয়া ওসমান দ্বার প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

কতলু খাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন মুক্ত চত্বর। রাত্রিকাল। কতলু খাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রাসাদের সর্বত্র আনন্দ উৎসব চলিতেছে। প্রমোদগৃহের মৃদু যন্ত্রধ্বনি এবং নর্তকীর নূপুর ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। ওড়নায় সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া সন্তর্পণে বিমলা ও তিলোত্তমার প্রবেশ।

তিলোত্তমা। লৌহ কারাগারে, আমার মন বলছে বিমলা, কুমার জগৎসিংহ আজ পাঠানের লৌহ কারাগারে। শুধু আমারই জন্য কুমারকে আজ বন্দী জীবনের চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে।

বিমলা। যা হবার হয়ে গেছে, সে বিষয়ে অনুশোচনা এখন নিষ্ফল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এখনকার কর্তব্য স্থির করতে হবে।

তিলোত্তমা। কি কর্তব্য?

বিমলা। তোমায় তো বলেছি, এতদিন অবকাশের অভাবে এবং আমাদের শোক নিবারণের কিছুটা সময় দেবার জন্য—কতলু খাঁ আমাদের ওপর কোনো অত্যাচার করেনি; তার জন্মদিনের উৎসব পর্যন্ত সে আমাদের মনস্থির করতে সময় দিয়েছিল। আজ সেই জন্মদিন। সুতরাং আজ যদি সে তার প্রমোদগৃহে আমাদের উপস্থিত না দেখে—তাহলে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

তিলোত্তমা। বিমলা!

বিমলা। প্রতিহারিণী একটু আগেই আমায় নবাবের আদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে। বলে গেছে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে অতি সত্বর নৃত্যশালায় হাজির হতে।

তিলোত্তমা। তুমি তাকে কি জবাব দিলে?

বিমলা। আমি বললুম, নবাবের আদেশ শিরোধার্য। উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আমি শীঘ্রই জাঁহাপনাকে কুর্নিশ জানাব।

তিলোত্তমা। বিমলা, তুমি কি বলছ? তুমি নৃত্যশালায় যাবে?

বিমলা। না গিয়ে উপায় কি? এই দেখ না, কেমন সুন্দর করে সেজেছি!

তিলোত্তমা। বিমলা! না না, এ আমি ভাবতে পারি না! খুলে ফেল, খুলে ফেল এ সাজসজ্জা! মাটিতে লুটিয়ে দাও তোমার জড়োয়ার গয়না আর মাণিক্যের কণ্ঠি—

বিমলা। জড়োয়ার গয়না আর মাণিক্যের কণ্ঠিই দেখলে তিলোত্তমা! কিন্তু সবার সেরা অলঙ্কারটি তো দেখলে না? এই দেখ—

(বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল)

তিলোত্তমা। একি! শাণিত ছুরিকা! এ শত্রুপুরীতে কোথায় পেলে এ ছুরী—

বিমলা। মুঠো ভরতি ঘুষ দিয়ে গোপনে আনিয়েছি এই লৌহ অলঙ্কার। সব জ্বালার আজ শেষ! সব দুশ্চিন্তার আজ অবসান!

তিলোত্তমা। বিমলা!

বিমলা। সে কথা থাক্! শোন, এই আংটিটি তুমি গ্রহণ কর। সময় হয়ে এসেছে! এখনি ঠিক এই রকম আর একটি আংটি নিয়ে যে ব্যক্তি আসবে—তার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে প্রাসাদ ফটকের বাইরে যেয়ো। সেখানে অভিরাম স্বামী তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই নাও আংটি—

(অঙ্গুরীয় দান)

তিলোত্তমা। এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?

বিমলা। সে অনেক কথা যদি সুযোগ পাই, অবসর মতো আর একদিন বলব।

তিলোত্তমা। কিন্তু আমাকে এই আংটির সাহায্যে মুক্ত করে দিয়ে, তুমি কি করবে?

বিমলা। আমি? আমার জন্য এতটুকু ভেবো না। আমি মরণ মহোৎসবে যোগ দিতে চলেছি তিলোত্তমা,—মরণ-মহোৎসবে! ঐ শোনো, মৃদঙ্গ বাজে, বাজে বীণ্, বাজে মুরলী, বাজে সেতার! তার সঙ্গে

তালে তালে নাচে জীবন পিয়ালায় মৃত্যু-সুধা নিয়ে চটুলা শরাবী।

আমি যাই তিলোত্তমা, আর মুহূর্ত অবকাশ নেই আমার। বিদায়—

[প্রস্থান]

তিলোত্তমা। উন্মাদিনীর মত বিমলা ছুটে গেল নৃত্যশালার দিকে। কী উদ্দেশ্য আছে ওর মনে? কিন্তু আমি··· আমি এখন কি করব?

(খাজা ঈশার প্রবেশ)

খাজা ঈশা। গোস্তাকী মাফ করবেন হজরত। সমস্ত প্রাসাদ যখন উৎসবে মগ্ন, তখন আপনি একাকী এই মুক্ত চত্বরে?

[তিলোত্তমা মুখ ঢাকিয়া নীরব রহিলেন]

খাজা ঈশা। এ দাসকে সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই। আপনি কি কোন সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন?

(তিলোত্তমা তথাপি নীরব)

যদি সেরূপ কোন অঙ্গুরীয় থাকে, তবে এ অধীনকে দেখাতে পারেন

(এইবার তিলোত্তমা হাত বাড়াইয়া অঙ্গুরীয় দেখাইল। খাজা ঈশা নিজের অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে উহা মিলাইয়া দেখিল)

হ্যা, একই অঙ্গুরীয়! বলুন, আপনাকে কোথায় রেখে আসতে হবে? তিলমাত্র কুণ্ঠার প্রয়োজন নেই। আপনি যে কোনো স্থানে গমন করতে চান—আপনাকে তথায় পৌঁছে দেবার জন্য আমার প্রতি আদেশ রয়েছে।

তিলোত্তমা। (অস্ফুট কণ্ঠে) কুমার জগৎসিংহ—

খাজা ঈশা। কুমার জগৎসিংহ এখন কারাগারে। অন্যের পক্ষে সেখানে যাওয়া অসাধ্য। তবে আপনি যদি যেতে ইচ্ছা করেন—কারাদ্বার আজ আপনার জন্য অবারিত। সেখানে যেতে চান?

তিলোত্তমা। হ্যাঁ—

খাজা ঈশা। তবে আর কালবিলম্ব নয়! আসুন আমার সঙ্গে—

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

কারাগার অভ্যন্তর। রাত্রিকাল। জগৎসিংহ একাকী উপবিষ্ট।
দ্বারপথে সহসা এক অবগুন্ঠিতা নারী মূর্তির প্রবেশ।

জগৎসিংহ। কে! কে এখানে—?

(নারীমূর্তি একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল)

কথা বলছ না কেন? বল, কে তুমি?

(এইবার ধীরে অবগুন্ঠন অপসারিত হইল। কুমার সবিস্ময়ে দেখিলেন সম্মুখে তিলোত্তমা

তিলোত্তমা। কুমার!

জগৎসিংহ। একি! বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা!

[এ সম্বোধনে তিলোত্তমার মুখ শুকাইল। দেহলতা কাঁপিয়া উঠিল

তিলোত্তমা। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা! এ কি সম্বোধন! আমার নামও কি আপনি ভুলে গেছেন?

জগৎসিংহ। তোমার নাম জেনে তো আর আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

তিলোত্তমা। নেই!

জগৎসিংহ। না, কি অভিপ্রায়ে তুমি এখানে এসেছ? কি চাও আমার কাছে?

তিলোত্তমা। কিছু চাই না। শুধু একটিবার দেখতে এসেছিলাম। আর কিছু নয়—

[তিলোত্তমার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে নিরুদ্ধ হইল]

জগৎসিংহ। বুঝতে পেরেছি। বিগত দিনের স্মৃতি তোমার মনকে চঞ্চল করেছিল—তাই অতর্কিতে, কোনো দিক বিবেচনা না করে হঠাৎ এসে পড়েছ এই কারাগারে। অতীতকে ভুলে যাও, নিশ্চিহ্ন করে ফেল অতীতের স্মৃতি—যন্ত্রণার শান্তি পাবে—

তিলোত্তমা। কিন্তু কে পারে? কে নিশ্চিহ্ন করতে পারে অতীতের স্মৃতি—

জগৎসিংহ। কেন পারবে না। আমি তো নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি—

তিলোত্তমা। (আর্ত, আহত কণ্ঠে) কুমার, কুমার, মিছে কথা—

জগৎসিংহ। না, মিছে নয়, তোমার ছায়া পর্যন্ত আর আমার অন্তর মধ্যে নেই জীবনে কোনদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্র হয়েছিল— তাও ভুলে গেছি—

তিলোত্তমা। কিন্তু আমি পারি না। কুমার, আমি পারি না।

(তিলোত্তমা কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। তার র সম্বিৎহারা দেহ কারাগারের শিলাতলে লুটাইল)

জগৎসিংহ। রাজকন্যা, রাজকন্যা! একি, মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। এখন কি করি? কি উপায়ে একে সুস্থ করি।

(নেপথ্যে চাহিয়া ডাকিলেন)

কে এসেছ রাজকন্যার সঙ্গে?

(খাজা ঈশার প্রবেশ)

খাজা ঈশা। আজ্ঞে, আমি এসেছি।

জগৎসিংহ। আর কেউ নেই? অন্য কোন স্ত্রীলোক?

খাজা ঈশা। না, আর কেউ নয়।

জগৎসিংহ। তবে কি হবে? ইনি মূর্ছাগতা। অন্তঃপুরের কোন দাসীকে সংবাদ দিয়ে আনবে?

খাজা ঈশা। এ কারাগারে আর কারুর প্রবেশ অধিকার নেই। আর তাছাড়া আজ নবাবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রাসাদে সবাই মহোৎসবে মত্ত। কাকেই বা আমি সংবাদ দেব!

জগৎসিংহ। তাইতো, তবে উপায়?

খাজা ঈশা। ভালো কথা, আসবার সময় কারাগারের ফটকের কাছেই শাহাজাদীর শিবিকা দেখেছি।

জগৎসিংহ। শাহাজাদীর শিবিকা?

খাজা ঈশা। শাহাজাদী নদীর ধারে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ প্রাসাদে ফেরবার পথে শিবিকা থামিয়ে বাহকদের বিশ্রাম দিচ্ছেন।

জগৎসিংহ। তাহলে তুমি যাও, বিলম্ব কোরো না আমার নাম করে শাহাজাদীকে বলো, দয়া করে একটিবার এখানে আসতে।

খাজা ঈশা। যো হুকুম—

থাজা ঈশার প্রস্থান। জগৎসিংহ তিলোত্তমার নিকটে গিয়া বসিলেন। দু একবার তাহাকে ডাকিলেন।

জগৎসিংহ। রাজকুমারী, রাজকুমারী! না, এখনো মূর্ছিতা! যদি আয়েষা এসে পড়ে তবেই রক্ষা। নইলে…? না, না, সংবাদ পেলে আয়েষা নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু ভাবছি, এখনো কি তার শিবিকা কারাগারের সম্মুখে রয়েছে? যদি চলে গিয়ে থাকে? তবে উপায়?

আয়েষা। (নেপথ্যে) দিলদার, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি দেখে আসছি।

(আয়েষার প্রবেশ)

রাজপুত্র, একি! কে ইনি!

(তিলোত্তমাকে মূর্ছিত দেখিয়া শিলাতলে বসিলেন। তাহার মাথা কোলে তুলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন)

জগৎ। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।

আয়েষা। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা!

জগৎ। হাঁ, এখানে এসে হঠাৎ মূর্ছিতা হয়ে পড়েছেন।

আয়েষা। ভয় নেই, মূর্ছা ভেঙে যাবে এখনি। ভগ্নি—

(তিলোত্তমা ধীরে ধীরে চোখ চাহিলেন)

এই যে চোখ চেয়েছেন! কী সুন্দর পদ্মের মত দুটি চোখ! এখনি উঠো না ভগ্নি,—তোমার শরীর দুর্বল, এখনো কাঁপছে

তিলোত্তমা। আমি কোথায়?

আয়েষা। কারাগারে।

তিলোত্তমা। কারাগারে! কেন?

আয়েষা। তুমিই জানো।

তিলোত্তমা। মনে পড়ছে না তো? আপনি?

আয়েষা। আমি নবাব কতলু খাঁর কন্যা—আয়েষা।

তিলোত্তমা। শাহাজাদী!

আয়েষা। হ্যাঁ, তোমার ভগ্নী।—কেন এসেছিলে কিছু মনে পড়ে না?

তিলোত্তমা। না।

আয়েষা। কুমার—

তিলোত্তমা। কুমার!

(এইবার তিলোত্তমা জগৎসিংহের পানে চাহিল। সহসা সকল কথা স্মরণ হইল।)

ওঃ মনে পড়েছে। সব আমার মনে পড়েছে।

আয়েষা। ছিঃ কেঁদোনা ভগ্নি, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। আমি তোমাকে আমার প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করব। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি তোমার শত্রুকন্যা হলেও, কথা দিচ্ছি, একটু বিশ্রামের পর সুস্থ হয়ে উঠে তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। কেউ কিছু জানতে পারবে না। চল—

তিলোত্তমা। চলুন—

(প্রস্থানোদ্যত)

আয়েষা। আসি তাহলে যুবরাজ।

(জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া চাহিতে আয়েষা বুঝিলেন কুমার যেন তাঁহাকে কিছু বলিতে চান।)

আচ্ছা তুমি এসো, আমার পরিচারিকা দিলবার তোমায় শিবিকায়

করে আমার শয়নাগারে পৌঁছে দেবে। তোমাদের দু'জনকে পৌঁছে দিয়ে তারপর শিবিকা এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

(তিলোত্তমাকে পার্শ্বের কক্ষে অবস্থিত পরিচারিকার জিম্মায় পৌঁছাইয়া দিয়া আয়েষার পুনঃপ্রবেশ। কক্ষে একটিমাত্র শয্যা। আয়েষা সেই শয্যায় বসিয়া কবরী হইতে একটি গোলাপ খসাইয়া দলগুলি অন্যমনে নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কথা আরম্ভ করিলেন। জগৎসিংহ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

রাজকুমার, ভাবে বোধ হচ্ছে, আপনি আমাকে কিছু বলবেন। আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো কাজ হয়, তবে বলতে সংকোচ করবেন না। আপনার কোনো কাজ করতে পারলে আমি পরম সুখী হব।

জগৎসিংহ। নবাবপুত্রি, আপাততঃ আমার বিশেষ কিছুর প্রয়োজন নেই। আপনার সঙ্গে আবার যে দেখা হবে সে ভরসা করি না। হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা। আপনার কাছে যে ঋণে আবদ্ধ রয়েছি, তা কোনো দিন শোধ হবার নয়। তবু এই ভিক্ষা, যদি কোনোদিন সুদিন আসে, যদি কখনও সাধ্য হয়,—তবে আমার প্রতি কোনো আজ্ঞা করতে সংকোচ করবেন না।

আয়েষা। আপনি হতাশায় এতটা ভেঙ্গে পড়ছেন কেন? একদিনের অমঙ্গল পরের দিন নাও থাকতে পারে।

জগৎ। তবু আর বিন্দুমাত্র আশা আমি পোষণ করি না নবাবপুত্রি! আমার মনের সব দুঃখ আপনি জানেন না, আপনাকে জানাতেও চাই না।

(আয়েষা একবার জগৎসিংহের পানে চাহিলেন। জগৎসিংহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। অকস্মাৎ আয়েষা তাঁহার কোমল করপল্লবে জগৎসিংহের একখানি হাত ধরিয়া ফেলিলেন। মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন)

আয়েষা। কুমার, এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয়ে কার জন্য? আমাকে অনাত্মীয়

ভেবো না। নিতান্ত পর ভেব না! যদি এতটুকু সাহস দাও, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি… ?

জগৎসিংহ। (আয়েষার কথা সমাপ্ত হইবার আগেই সে প্রসঙ্গ স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে)

ওকথায় আর কাজ কি? সে স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

(আয়েষা নীরব। জগৎসিংহও নীরব। সহসা জগৎসিংহের মনে হইল আয়েষার করধৃত তাঁহারই করপুটে দুইবিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বিস্মিত জগৎসিংহ দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন)

একি আয়েষা! তুমি কাঁদছ?

(জগৎসিংহের কথার কোনো উত্তর আসিল না। হাত ছাড়িয়া দিয়া আয়েষা বার গোলাপের দল একটি একটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। গোলাপ পাপড়ি নিঃশেষ হইয়া শিলাতলে লুটাইল)

আয়েষা। যুবরাজ, আজ যে তোমার কাছে এভাবে বিদায় নেব, তা কখনো ভাবিনি। আমি অনেক সহ্য করতে পারি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে নিঃসঙ্গ একাকী যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্য রেখে যাব, তা কিছুতেই পারছি না। জগৎসিংহ, তুমি আমার সঙ্গে বাইরে এসো, অশ্বশালায় অশ্ব আছে, তোমাকে এনে দেব। আজ রাত্রেই তুমি তোমার শিবিরে ফিরে যাও—

জগৎসিংহ। আয়েষা!

আয়েষা। বিলম্ব কোরো না। জগৎসিংহ, রাজকুমার, এসো—

জগৎসিংহ। আয়েষা, তুমি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেবে?

আয়েষা। এই দণ্ডে।

জগৎসিংহ। তোমার পিতার অজ্ঞাতে?

আয়েষা। সেজন্য চিন্তা কোরো না, তুমি শিবিরে গেলে, আমি তাঁকে সব কথা জানাব।

জগৎ। কিন্তু প্রহরীরা যেতে দেবে কেন?

আয়েষা। (কণ্ঠের রত্নহার দেখাইয়া) এই পুরস্কার লোভে প্রহরীরা পথ ছেড়ে দেবে।

জগৎ। কিন্তু একথা প্রকাশ হলে, তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাবে।

আয়েষা। পাই তো পাবো। তাতে ক্ষতি কি!

জগৎ। না আয়েষা, সে হয় না। আমি যাব না।

আয়েষা। কেন?

জগৎ। তুমি আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ। তোমায় যাতে শাস্তি ভোগ করতে হয়—সে কাজ আমি কখনো করব না।

আয়েষা। তুমি কিছুতেই যাবে না?

জগৎ। না, সে সম্ভব নয়। তুমি ফিরে যাও আয়েষা!

(আয়েষা কথা বলিল না। নড়িল না। অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল। জগৎসিংহের সন্দেহ হইল। আর্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল)

জগৎ। একি আয়েষা, তুমি আবার কাঁদছ! কেন আয়েষা, আমি স্বেচ্ছায় এখানে এই বন্দী-জীবন বরণ করে নিচ্ছি, শুধু কি এই জন্যই তোমার এ অশ্রুজল! এ কারাগারে আমার মত আরও তো কত বন্দী আছে! তবে? বল আয়েষা, আমায় লুকিয়ো না, কিসের জন্য তোমার এ ক্রন্দন?

আয়েষা। ক্রন্দন! কোথায় ক্রন্দন? (আঁচলে চক্ষু মুছিয়া) না রাজপুত্র, আমি আর একটুও কাঁদব না।

(এই সময় অতর্কিতে ওসমান খাঁ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। উভয়ের কার্যকলাপ নিঃশব্দে দেখিতে দেখিতে ক্ষুধিত শার্দুলের মত তাহার চক্ষু হিংস্র হইয়া উঠিল। বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিল)

ওসমান। নবাবপুত্রি, এ উত্তম!

(আয়েষা ফিরিয়া দেখিল সম্মুখে ওসমান। একমুহূর্ত তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। পরে স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল)

আয়েষা। কি উত্তম, ওসমান?

ওসমান। নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম-প্রবেশও উত্তম।

(আয়েষা গর্বস্ফীত কণ্ঠে ওসমানের মুখের পানে তাকাইয়া স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিল)

আয়েষা। এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে এসে বন্দীর সঙ্গে আলাপ করা আমার ইচ্ছা। আমার কাজ উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নেই।

ওসমান। প্রয়োজন আছে কিনা, কাল প্রাতে নবাবের মুখেই শুনতে পাবে।

আয়েষা। যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, উত্তর আমি তাঁকেই দেব, তোমাকে নয়।

ওসমান। আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?

আয়েষা। তুমি?

ওসমান। হ্যাঁ। যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?

আয়েষা। যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো, তাহলে শোনো ওসমান খাঁ, আমি নিশীথে এই কারাগারে এসেছি, তার কারণ এই বন্দীকে আমি ভালবাসি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

(জগৎসিংহ ও ওসমান উভয়েই যেন এই অতর্কিত স্বীকারোক্তিতে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িল)

ওসমান। আয়েষা! তুমি, তুমি কি বলছ!

আয়েষা। এত স্পষ্ট করে বললাম, তবু শুনতে পাওনি ওসমান? যদি না শুনে থাকো, তাহলে আবার বলি শোনো, এই বন্দীকে আমি ভালবাসি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। এ জীবনে অন্য কোনো পুরুষ আয়েষার হৃদয়ে স্থান পাবে না। কাল যদি বধ্যভূমি এঁর শোণিতে সিক্ত হয়, তবু জেনো, আমার হৃদয়ের মাঝখানে শুধু এই মূর্তিটিকেই স্থাপিত

করে আমি অন্তকাল পর্যন্ত পূজা করব। এই মুহূর্তের পর সমস্ত জীবনভোর যদি এঁর সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়, যদি এই মুহূর্তে কারামুক্ত হয়ে ইনি শত সুন্দরীর বাহুবেষ্টনে জড়িত হন, যদি নির্লজ্জা আয়েষার নামে ধিক্কার দেন—তবু জেনো ওসমান, মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি এঁরই প্রণয় ভিক্ষা করব, এঁরই চরণের দাসী হয়ে থাকতে আমি জানু পেতে করযোড়ে প্রার্থনা জানাব।

ওসমান। আয়েষা।

আয়েষা। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে যাই। নিশীথে একাকিনী এই কারাগারে বন্দীর সঙ্গে আমার কি আলাপন হচ্ছিল তাও জেনে যাও ওসমান। প্রয়োজন হলে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার বিলিয়ে আমি প্রহরীদের বশীভূত করে দেব, পিতার অশ্বশালা থেকে অশ্ব সংগ্রহ করে দেব, বন্দীকে অনুরোধ করেছিলাম, এখান থেকে মুক্ত হয়ে চলে যেতে কিন্তু বন্দী নিজে অস্বীকৃত হলেন পলায়ন করতে। নইলে তুমি এর নখাগ্রও দেখতে পেতে না কর্তব্যনিষ্ঠ পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ।

জগৎ। নবাবপুত্রি!

আয়েষা। আমার অপরাধ ক্ষমা করো রাজপুত্র। ওসমান খাঁ আমার অন্তরকে অপমানে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে। নইলে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনো তোমার কাছে প্রকাশ পেত না—এ ব্যর্থ জীবনের কাহিনী কখনো কোনো মানুষের কর্ণগোচর হত না। ক্ষমা করো রাজপুত্র, অভাগিনী আয়েষার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো—

(প্রস্থান। তাহার গমন পথের পানে একবার তাকাইয়া ওসমান খাঁ জগৎসিংহের দিকে ফিরিলেন। সহসা তাঁহার নজরে পড়িল শয্যার ওপর আয়েষার কবরীচ্যুত গোলাপের দল। কয়েকটি পাপড়ি হাতে তুলিয়া লইলেন)

ওসমান। সুগন্ধি গোলাপের দল! ভাগ্য যার সুপ্রসন্ন, শিলাশয্যাও হয়ে ওঠে তার কুসুমাকীর্ণ শয্যা! আর এতকাল ধরে আশার কুসুম-শয্যা রচনা করেছিল যে—তার কুসুমশয্যা হল কণ্টক-শয্যা, কুসুম-গুলি মিলিয়ে গেল আকাশ-কুসুম হয়ে! আচ্ছা, দেখা যাক্! আসি তবে ভাগ্যবান রাজপুত্র, গ্রহণ করুন এই ভাগ্যহীনের অভিবাদন।

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

কতলু খাঁর নৃত্যশালা সংলগ্ন উপবন। রাত্রিকাল। দূর হইতে মৃদু যন্ত্র সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে। সুরামত্ত কতলু খাঁর স্খলিত পদে প্রবেশ। আগে আগে চটুল ছন্দে ছলনাময়ী বিমলা।

কতলু। ভাগ্যবতী—সৌভাগ্যবতী মনে করো না নিজেকে?

বিমলা। সৌভাগ্যবতী?

কতলু। নয়? নৃত্যশালায় বারবার পানপাত্র গ্রহণ করেছি তোমারই হাত থেকে। শত শত সুন্দরী, ইরাণী, আফগানী বেহেস্তের হুরীদের নৃত্যশালায় ফেলে রেখে এই নির্জন উপবনে এসেছি তোমারই চটুল চোখের মদির আকর্ষণে। নবাব কতলু খাঁকে রূপের রোশ্‌নী দিয়ে যে এমন করে বশ করতে পারে সে সৌভাগ্যবতী নয়?

বিমলা। হ্যাঁ জনাব, সত্যিই সৌভাগ্য আমার আজ কানায় কানায় উপচে পড়ছে ঠিক এই রঙীন শরাবপূর্ণ পিয়ালার মত। আসুন, গ্রহণ করুন জনাব—

(পানপাত্র আগাইয়া দিল)

কতলু। না, আর শুধু শরাবে হবে না, সেই সঙ্গে আমি চাই শরাবী, তোমাকে। চাই সুন্দরী তিলোত্তমাকে।

বিমলা। তিলোত্তমা!

কতলু। হ্যাঁ, কোথায় সে?

বিমলা। আসবে।

কতলু। কখন? কোথায় আসবে?

বিমলা। এখানেই আসবে, এখনই আসবে। এই নিভৃত নিকুঞ্জে আমরা জাঁহাপনাকে বরণ করব—তাই তো জাঁহাপনাকে নিয়ে এসেছি এখানে। জাঁহাপনার অঙ্গুরীয় নিদর্শনের জন্য অপেক্ষা করে আছে তিলোত্তমা। তাই তো একটু আগে আপনার কাছে অঙ্গুরীয় ভিক্ষা করে বাঁদী মারফত তা পাঠিয়ে দিয়েছি তিলোত্তমার কাছে।

কতলু। সে অঙ্গুরীয় তো অনেকক্ষণ নিয়েছ! কই, এখনো সে আসে না কেন?

বিমলা। আসবে! হয়তো প্রসাধন সেরে আসতে সামান্য বিলম্ব হচ্ছে।

(নেপথ্যে চাহিয়া)

ঐ...ঐ না অদূরে অস্পষ্ট নারীমূর্তি! হ্যাঁ, ঐ বুঝি তিলোত্তমা এসে গেল।

কতলু। এসে গেছে!

বিমলা। হ্যাঁ জনাব, এসে গেছে। পরমলগ্ন এসে গেছে। আর বিলম্ব নয়, এই নিন্, আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের বাসনারঙীন, এই শেষ পানপাত্র।

কতলু। দাও সবটুকু নিঃশেষে পান করি।

(বিমলা নিজেই পানপাত্র কতলু খাঁর ওষ্ঠাধরে ধরিল। কতলু খাঁ তাহা পান করিতে করিতে জড়িত কণ্ঠে বলিলেন)

তুমি! তুমি কাছে এসো প্রিয়তমে—

বিমলা। এই যে এসেছি মালেক।

কতলু। কোথায়?

বিমলা। এই তো, তোমার বুকে—

(বিমলা একহাত কতলু খাঁর কাঁধের উপর রাখিয়াছিল ও কথা বলিতে বলিতে অন্য হাতে তাহার বুকে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিল। কতলু খাঁ আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল)

কতলু। পিশাচী! শয়তানী!

বিমলা। পিশাচী নই, শয়তানী নই, বীরেন্দ্র সিংহের বিধবা স্ত্রী, আজ তার বৈধব্যের প্রতিশোধ নিল।

কতলু। প্রতিশোধ!

বিমলা। হ্যাঁ, মৃত্যু তোমার সন্নিকট। তোমার শেষ দেখা দেখতে ঐ আসছে তোমার কন্যা আয়েষা—

কতলু। আয়েষা—

বিমলা। তোমার অঙ্গুরীয় সহ বাঁদীকে পাঠিয়েছিলাম তিলোত্তমার কাছে নয়—আয়েষার কাছে। কন্যাকে শেষ বাসনা জানিয়ে যাও হতভাগ্য নবাব।

[প্রস্থান]

কতলু। আমার বাসনা! আমার শেষ বাসনা!

(আয়েষার প্রবেশ)

আয়েষা। পিতা! পিতা! একি সর্বনাশ, পিতা—

(ছুটিয়া গিয়া কতলু খাঁকে ধরিল)

কতলু। আয়েষা! কন্যা আমার! কাঁদিস্‌নে মা,—আমার কৃতকর্মের পুরস্কার।

(অপর দিক হইতে ওসমানের প্রবেশ)

ওসমান। জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! এত রক্ত! ওঃ, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই।

কতলু। ওসমান্!

ওসমান। যখনই শুনেছি নৃত্যশালা থেকে জনাবকে কেউ একাকী এই দিকে নিয়ে এসেছে, এই রকম আশঙ্কা করেই ছুটে এসেছি। কে! কে এ কাজ করল জনাব?

কতলু। মৃত্যুরূপা। দু' হাত বাড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে স্বেচ্ছায় এগিয়েছিলাম, সে আমার বুকে এই ছোবল দিয়ে গেছে।

ওসমান। জনাব,—আমি যাই, হেকিম সাহেবকে—

কতলু। না, হেকিমের প্রয়োজন নেই। ওসমান, তুমি একবার কুমার জগৎসিংহকে এখানে নিয়ে এস

ওসমান। কুমার জগৎসিংহ!

কতলু। হ্যাঁ, যত শীঘ্র সম্ভব। যাও—

(ওসমান কিছু বুঝিতে পারিল না। একবার আয়েষার পানে তাকাইল দেখিল আয়েষা মুখ নত করিয়া কাঁদিতেছে। দ্বিধা জড়িত পদে সে প্রস্থান করিল)

আয়েষা। পিতা, হেকিমকে না ডেকে কুমার জগৎসিংহকে?

কতলু। জগৎসিংহের চেয়ে বড় হেকিম এখন আর কেউ নেই মা। আমি নিশ্চিত জানি মা, আমার মেয়াদ ফুরিয়েছে। মোগল বাদশার সঙ্গে যুদ্ধ মেটেনি। এসময় তোকে রেখে, তোর ছোট ছোট নাবালক ভাইবোনদের বিপদের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে— মৃত্যুতেও যে আমার মহা দুশ্চিন্তা মা। আমি চলে গেলে তোরা কোথায় দাঁড়াবি।

আয়েষা। বাবা, একটা অনুরোধ।

কতলু। কি মা;

আয়েষা। কুমার জগৎসিংহ এলে তুমি তাঁকে বোলো—

কতলু। কি বলব?

আয়েষা। যে, বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা—

(বলিতে গিয়া আয়েষা সঙ্কোচবোধ করিল। পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল)

কতলু। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা? চুপ করলি কেন মা?

আয়েষা। বাবা—

কতলু। মা—! ওঃ বুঝেছি মা,—বুঝেছি। বলব মা,—আমি নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু কুমার এখনও আসে না কেন? আমার যে সময় ফুরিয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে বড় কষ্ট হচ্ছে মা। বুঝি, বুঝি কিছুই বলা হল না।

(আয়েষার কাঁধে ঢলিয়া পড়িল)

আয়েষা। বাবা, বাবা—

(ওসমান খাঁ ও জগৎসিংহের প্রবেশ)

ওসমান। কুমার এসেছেন—

কতলু। কুমার জগৎসিংহ!

জগৎসিংহ। হ্যাঁ নবাব সাহেব—

কতলু। কুমার, আমি শত্রু। কিন্তু এই আমার শেষ সময়। এখন রাগ বিদ্বেষ রেখো না—

জগৎসিংহ। না, এ সময় ত্যাগ করলাম।

কতলু। একটা অনুরোধ—

জগৎসিংহ। কি! বলুন!

কতলু। যুদ্ধে কাজ নাই। সন্ধি—

জগৎসিংহ। সন্ধি! পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করলে আমি সন্ধির জন্য পিতাকে অনুরোধ করতে স্বীকার করলাম।

কতলু। উড়িষ্যা?

জগৎসিংহ। যদি কাজ সম্পন্ন করতে পারি, তাহলে কথা দিচ্ছি, আপনার সন্তানেরা উড়িষ্যাচ্যুত হবে না।

কতলু। আঃ, নিশ্চিন্ত! কুমার, তুমি আর বন্দী নও, তুমি মুক্ত।

(জগৎসিংহ চলিয়া যাইতেছিল। আয়েষা কতলু খার কানে কানে কথা বলিল)

আয়েষা। পিতা, সেই কথাটি?

কতলু। অ্যাঁ! ও! হ্যাঁ! কুমার—

(জগৎসিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইল)

জগৎসিংহ। আর কিছু বক্তব্য আছে?

কতলু। আছে। আমি পাপী—কিন্তু, বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা—

জগৎসিংহ। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?

কতলু। নিষ্পাপ—পবিত্র—আমার কন্যা আয়েষারই মত! ওঃ আয়েষা—আয়েষা!

(আয়েষার কোলে নবাবের শেষ নিঃশ্বাস পড়িল)

আয়েষা। পিতা! পিতা!

(কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল)

সপ্তম দৃশ্য

শালবন মধ্যস্থিত ভগ্ন অট্টালিকা সম্মুখ। করিমবক্স ও খাজা ঈশার প্রবেশ।

খাজা ঈশা। ছাউনি তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেছ?

করিম। বলেছি জনাব। আজই কি আমাদের উড়িষ্যা রওনা হতে হবে?

খাজা ঈশা। কিছুই স্থির নেই। নবাব কতলু খাঁর পরলোক গমনের পর এখন সমস্ত পাঠান বাহিনী রয়েছে সেনাপতি ওসমান খাঁর আদেশের অপেক্ষায়।

করিম। গোস্তাকী মাফ করবেন জনাব। পরলোকগত নবাবের ইচ্ছা অনুসারে মোগল পাঠান এখন তো সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। তবে ছাউনি তুলে নিতে এখনো এ বিলম্ব?

খাজা ঈশা। ওসমান খাঁ জানেন এ বিলম্বের হেতু। এমন কি, গভীর শালবন মধ্যে এই ভগ্ন অট্টালিকা সম্মুখে এসেছি আমরা—সেও ওসমান খাঁরই আদেশে।

করিম। জনাব!

খাজা ঈশা। ওসমান খাঁ আমায় নির্দেশ দিয়েছেন যদি বেলা দুই প্রহরের মধ্যে এখানে তাঁর সাক্ষাৎ না পাই, তাহলে ছাউনি তুলে পাটনায় রওনা হয়ে যেতে। আজ বেলা দুই প্রহরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে—এ জীবনে নাকি আর সাক্ষাৎ হবে না।

করিম। তার অর্থ?

খাজা ঈশা। কিছুই বুঝতে পারছি না করিম বক্স। দ্বিতীয় প্রহর আগতপ্রায় —অথচ—

(ওসমান খাঁর প্রবেশ)

ওসমান। খাজা ঈশা—

খাজা ঈশা। জনাব—!

(খাজা ঈশা ও করিমবক্স ওসমানকে অভিবাদন করিল

ওসমান। সব প্রস্তুত!

খাজা ঈশা। প্রস্তুত জনাব।

ওসমান। ভগ্ন অট্টালিকার প্রান্তভাগে যে সব ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম করে রেখেছ?

খাজা ঈশা। করেছি জনাব।

ওসমান। উত্তম। এবার ছাউনিতে চলে যাও। যা যা বলেছি মনে থাকে যেন। আমি দুই প্রহর অন্তে,—না তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা

করবে। ততক্ষণে যদি না ফিরি আর অপেক্ষা কোরোনা, নবাব অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে উড়িষ্যায় চলে যেয়ো।

খাজা ঈশা। যো হুকুম হুজরৎ!

[খাজা ঈশা ও করিমবক্সের প্রস্থান]

ওসমান। সব সমস্যার সমাধান! আর কোনো উৎকণ্ঠা থাকবে না, আজই জেনে নেব ভাগ্যের শেষ সিদ্ধান্ত।

(জগৎসিংহের প্রবেশ)

জগৎসিংহ। ওসমান খাঁ—

ওসমান। আসুন, আসুন রাজপুত্র, আমার আমন্ত্রণে আপনি যে এত ক্লেশ স্বীকার করে এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে এসেছেন—সে জন্য আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

জগৎসিংহ। অভিনন্দনের প্রয়োজন নেই ওসমান খাঁ! কিন্তু বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে এই ঘন সন্নিবেশ শালবনে কি উদ্দেশ্যে তুমি আমায় আহ্বান করে এনেছ? তোমার অভিপ্রায় কি?

ওসমান। যখন দয়া করে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এতদূর পথ এসেছেন, তখন অভিপ্রায় নিশ্চয়ই জানতে পারবেন। কুমার, ভগ্ন অট্টালিকার ঐ পার্শ্বে লক্ষ্য করুন—কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

জগৎসিংহ। মনে হচ্ছে, সদ্য খনন করা একটি কবর, অথচ কবরে কোন শবদেহ নেই!

ওসমান। না, এখনো কোনো শবদেহ কবরে শায়িত হয়নি! আর ঐদিকে লক্ষ্য করে দেখুন তো?

জগৎসিংহ। ওকি! স্তূপাকার কাষ্ঠ নির্মিত চিতা শয্যা বলে মনে হচ্ছে যেন?

ওসমান। হ্যাঁ, চিতাশয্যাই বটে।

জগৎসিংহ। কিন্তু ওখানেও তো কোন শবদেহ—

ওসমান। না চিতাশয্যাও শূন্য। এখনো কোনো শবদেহ ওখানে শায়িত হয়নি।

জগৎসিংহ। ওসমান খাঁ, আমি বুঝতে পারছি না, এসব কি?

ওসমান। এসব আমারই নির্দেশে রচিত হয়েছে। আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার অনুরোধ রাজপুত্র দয়া করে আমাকে ঐ কবর মধ্যে সমাধিস্থ করবেন, কেউ জানতে পারবে না। আর যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে শপথ করছি, ঐ চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার যথা-বিধি সৎকার করাব, অপর কেউ জানবে না।

জগৎসিংহ। তার অর্থ?

ওসমান। আমরা পাঠান। অন্তঃকরণ প্রজ্জলিত হলে আমরা উচিত অনুচিত বিবেচনা করি না, অগ্নিজ্বালায় আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হই। এ পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না। একজনকে আজ এইখানে প্রাণত্যাগ করতে হবে।

জগৎসিংহ। স্পষ্ট বল ওসমান খাঁ, কি অভিপ্রায় তোমার?

ওসমান। অভিপ্রায় এখনো কুমারের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি? শোনো জগৎসিংহ, আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করো। সাধ্য হয় আমাকে বধ করে নিজের পথ মুক্ত করো! নতুবা আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করে আমার পথ ছেড়ে চলে যাও। নাও, অস্ত্র গ্রহণ করো—

(ওসমান মুহূর্তমধ্যে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া জগৎসিংহকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। জগৎসিংহ নিজ অস্ত্রে তাহাকে বাধা দিল)

জগৎসিংহ। ওসমান খাঁ, ক্ষান্ত হও, আমি যুদ্ধ করব না। বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করছি। ক্ষান্ত হও তুমি—

ওসমান। ক্ষান্ত হব! (অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল) এতো জানতাম না যে, রাজপুত-সেনাপতি মৃত্যুকে এত ভয় পায়! না, না, যুদ্ধ করো।

আমি তোমায় বধ করব, ক্ষমা করব না। তুমি জীবিত থাকতে আমি কখনো আয়েষাকে পাব না।

জগৎসিংহ। বিশ্বাস করো ওসমান খাঁ, সত্য বলছি, আমি আয়েষার অভিলাষী নই।

ওসমান। তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, কিন্তু আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ করো, ক্ষমা নাই, যুদ্ধ করো রাজপুত্র।

জগৎসিংহ। আমি যুদ্ধ করব না। তুমি এক সময় আমার উপকার করেছ, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

(জগৎসিংহ বলিতে বলিতে তরবারি ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন)

ওসমান। যুদ্ধ করবে না?

জগৎসিংহ। না।

ওসমান। করবে না?

জগৎসিংহ। না।

ওসমান। এই শেষবার জানতে চাই। যুদ্ধ তুমি করবে না?

জগৎসিংহ। না, প্রাণদাতার সঙ্গে আমি কিছুতেই যুদ্ধ করব না।

ওসমান। উত্তম, যে রাজপুত যুদ্ধ করতে ভয় পায়, তাকে আমি এইভাবে যুদ্ধ করাই—

(ওসমান সক্রোধে জগৎসিংহকে পদাঘাত করিল। অপমান ক্রুদ্ধ জগৎসিংহ ত্যক্ত প্রহরণ নিমেষমধ্যে ভূমিতল হইতে কুড়াইয়া লইলেন। ভীমবেগে পাঠানকে প্রতিআক্রমণ করিলেন)

জগৎ। উদ্ধত পাঠান!—এত স্পর্ধা তোমার?

(সেই ভীষণ আক্রমণের বেগ ওসমান সহ্য করিতে পারিল না। একটু পরেই ভূমিশায়ী হইল। জগৎসিংহ তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন। তাহার মুষ্টিবদ্ধ তরবারি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। নিজ তরবারি ওসমান খাঁর গলদেশে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন)

কেমন? যুদ্ধের সাধ এবার মিটেছে তো?

ওসমান। না, জীবন থাকতে নয়।

জগৎ। এখনি তো জীবন শেষ করতে পারি ?

ওসমান। তাই করো, নতুবা জেনো, তোমার পরম শত্রু বেঁচে থাকবে।

জগৎ। থাকুক, রাজপুত সেজন্য ভয় করে না। এখনই তোমার জীবন আমি শেষ করে দিতাম। কিন্তু একদিন তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, তাই আজ আমিও তোমাকে তোমার জীবন ফিরিয়ে দিলাম।

(জগৎসিংহ ওসমান খাঁকে ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

ছাউনীতে ফিরে যাও পাঠান। তুমি আমায় পদাঘাত করেছিলে, তারই প্রতিদান পেলে। নতুবা রাজপুত এত কৃতঘ্ন নয় যে উপকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে।

ওসমান। কুমার জগৎসিংহ !

জগৎ। ছিঃ ছিঃ ওসমান খাঁ, আয়েষাকে নিয়ে তোমার এত ঈর্ষা! তাহলে শুনে যাও নির্বোধ, আজ থেকে চতুর্থ দিবসে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে আছে।

ওসমান। কুমার !

জগৎ। হ্যাঁ, আমন্ত্রণলিপি যথাসময়ে পৌছুবে তোমার কাছে, নবাবনন্দিনী আয়েষার কাছে। এ বিবাহে উপস্থিত থেকে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কোরো। আর আমরাও তাতে সত্যই আনন্দিত হব ওসমান।

ওসমান। থাকব কুমার, নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকব তোমাদের বিবাহ উৎসবে।

অষ্টম দৃশ্য

গড়মান্দারণ প্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তরস্থ উদ্যান। চন্দ্রালোকিত রাত। জগৎসিংহ তিলোত্তমার বিবাহ উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। দূর সিংহদ্বারে উৎসবের বাঁশী বাজিতেছে। বিমলা ও আয়েষার প্রবেশ।

আয়েষা। আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারি না; তিলোত্তমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলেই আমি চলে যাব।

বিমলা। তিলোত্তমাকে সংবাদ পাঠিয়েছি। সে এখনি আসবে। আপনাকে আর কি বলব নবাবনন্দিনী! কুমার জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহ উৎসবে আপনি যেরূপ আনন্দ করেছেন, সবাইকে যেভাবে আনন্দ দিয়েছেন—তাতে মনে হয় আপনি না এলে এ উৎসব অনেকখানি ম্লান হয়ে যেতো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার শুভকার্য্যেও আমরা গিয়ে যেন ঠিক এইরকম আনন্দ করে আসতে পারি।

আয়েষা। আমার শুভকার্য্য!

বিমলা। হ্যাঁ, শীঘ্রই সে দিন আসছে আশা করি?

আয়েষা। অই যে তিলোত্তমা এসে গেছে।

বিমলা। তাহলে আপনারা কথা বলুন,—আমি আসছি।

(বিমলার প্রস্থান, একটু পরেই ফুলসাজে সজ্জিতা তিলোত্তমার প্রবেশ)

আয়েষা। এসো ভগ্নি, এসো—

তিলোত্তমা। নবাব কন্যা, আপনি নাকি এখনি চলে যাবেন!

আয়েষা। হ্যাঁ ভগ্নি, অনেক উৎসব করলাম, আর থাকবার উপায় নেই। আমি এবার যাচ্ছি। কামনা করি অন্তহীন সুখে তোমার দিনগুলি সুমধুর হোক।

তিলোত্তমা। আবার কতদিনে আপনার দেখা পাব?

আয়েষা। আবার দেখা! আবার যে আমাদের দেখা হবে, সে ভরসা তো দিতে পারি না ভগ্নি! দেখা হোক অথবা না হোক, কথা দাও, তুমি কখনও আয়েষাকে ভুলে যাবে না!

তিলোত্তমা। আয়েষাকে ভুলব? আয়েষাকে যদি ভুলে যাই তাহলে যুবরাজ আমার মুখ দেখবেন না।

আয়েষা। এ কথায় আমি খুশী হতে পারলাম না তিলোত্তমা। আমার কাছে তোমায় একটি শপথ করতে হবে—

তিলোত্তমা। কি শপথ?

আয়েষা। জীবনে কখনও আমার কথা তুমি যুবরাজের কাছে তুলবে না।

তিলোত্তমা। কেন?

আয়েষা। না, কোনো প্রশ্ন কোরো না,—শুধু আমায় এই কথাটি দাও।

তিলোত্তমা। বেশ। আপনি যদি তাতে খুশী হন—তাহলে তাই হবে।

আয়েষা। হ্যাঁ, আমি তাতেই খুশী হব। আমার নাম কখনও যুবরাজের সামনে উচ্চারণ কোরো না, তবে আমাকে কখনও ভুলে যেয়ো না যাতে না ভোলো তাই এই স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেলাম। নাও, গ্রহণ কর—

(হস্তীদন্ত নির্মিত একটি অলঙ্কারের পেটিকা তিলোত্তমার হাতে দিলে

তিলোত্তমা। কি এ?

আয়েষা। সামান্য স্মৃতি চিহ্ন। এগুলি কখনো ত্যাগ কোরো না—

তিলোত্তমা। (পেটিকা খুলিয়া) কি সুন্দর আপনার দেওয়া এই অলঙ্কা

কতজন কত উপঢৌকন দিয়েছে, কিন্তু এমন সুন্দর অলঙ্কার আমাকে আর কেউ দেয়নি !

আয়েষা। না বোন, এ অলঙ্কারের প্রশংসা কোরো না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে পেয়েছ, এ সকল অলঙ্কার তাঁর চরণরেণুর ও তুল্য নয়।

(দুই হাতে তিলোত্তমার হাত দুখানি ধরিয়া চোখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গাঢস্বরে আয়েষা বিদায় চাহিলেন)

ভগ্নি, এবার তাহলে আমি আসি—

তিলোত্তমা। কিন্তু কুমারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন না ?

আয়েষা। না, তিনি হয়তো কার্যান্তরে ব্যস্ত আছেন ! সাক্ষাৎ করতে গেলে অনর্থক বিলম্ব হয়ে যাবে।

তিলোত্তমা। না, না, ব্যস্ত থাকবেন কেন !

(নেপথ্যে জগৎসিংহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল "তিলোত্তমা" "তিলোত্তমা" ;

ঐ কুমারের কণ্ঠস্বর ! এইদিকেই আসছেন বুঝি !

আয়েষা। আমি আসি ভগ্নি ! আমার দেওয়া অলঙ্কারগুলি অঙ্গ-সজ্জা কোরো। আর আমার—

(কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল)

তোমার সাররত্ন হৃদয় মধ্যে রেখো।

("আমার সাররত্ন" কথাটাকে "তোমার সাররত্ন" বলিতে গিয়া অশ্রু গোপন করিতে পারিলেন না। দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তিলোত্তমার হাতে ঝরিয়া পড়িল। তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া একরকম ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন। তিলোত্তমা কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন)

জগৎসিংহ। এই যে তিলোত্তমা, মধুবনে নর্তকীরা সব অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। এসো। একি ! মুখে তোমার বিষাদের ছায়া ?

তিলোত্তমা। নবাব-কন্যা এইমাত্র চলে গেলেন।

জগৎসিংহ। ও:, তাই— ?

তিলোত্তমা। যাবার সময় চোখে দেখলাম জল।

জগৎসিংহ। চোখে জল!

তিলোত্তমা। উনি খুব ভালবাসেন, না?

জগৎসিংহ। (চমকিত হইয়া) কাকে?

তিলোত্তমা। কেন? আমাদের—!

জগৎসিংহ। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ, আমাদের খুব ভালবাসেন।

[তিলোত্তমার হাত ধরিয়া প্রস্থান]

(অপর দিক হইতে সন্তর্পণে আয়েষার পুনঃ প্রবেশ। সতৃষ্ণ নয়নে সে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার গমন পথের দিকে চাহিতে লাগিল। ওসমান খাঁ তাহার পশ্চাতে নীরবে আসিয়া দাঁড়াইল)

ওসমান। নবাবপুত্রি,—

আয়েষা। কে! ওসমান!

ওসমান। শিবিকা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে।

আয়েষা। ওঃ। কিন্তু সে সংবাদ দিতে তুমি নিজে···?

ওসমান। কুমার জগৎসিংহের নিকট বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তুমি শিবিকায় উঠতে গিয়ে ফিরে এলে। ঐ সরোবরের মর্মর সোপানে বসলে। ভয় হল, সন্দেহ হল, তাই তোমার অনুসরণ করলাম।

আয়েষা। কিসের ভয়?

ওসমান। না, আপাততঃ আর ভয় নেই। ভয়ের বস্তু তুমি সরোবরের জলে ফেলে দিয়েছ।

আয়েষা। কি—কি ফেলে দিয়েছি?

ওসমান। আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা কোরোনা নবাবপুত্রি। সমস্ত জীবন-ভোর তুমি আমার দুষ্প্রাপ্য হলেও একথা নিশ্চিত করে জেন,

ওসমান খাঁ শেষদিন পর্যন্ত ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করবে। কি ফেলে দিয়েছ আমার মুখে শুনতে চাও? ফেলে দিয়েছ বিষের আংটি।

আয়েষা। ওসমান!

ওসমান। কেন ফেলে দিয়েছ শুনবে? ভেবেছিলে, জগৎসিংহকে না পেয়ে জীবন তোমার দুর্বিসহ, তাই বিষের আংটি মুখে পুরে সব জ্বালার অবসান করতে চেয়েছিলে। পরমুহূর্তে ভাবলে, এভাবে পরাজয় স্বীকার করে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাবে না। অন্তরের সঙ্গে প্রবৃত্তির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করবে। তাই মৃত্যু প্রলোভনকে দূরে ফেলে দিয়েছ। কিন্তু সংগ্রাম যদি করতে চাও নবাবকন্যা, তার পথ কি এই? আবার তবে কেন ফিরে এলে জগৎসিংহকে আর একটি পলক দেখবার আশায়?

আয়েষা। ওসমান, ওসমান!

ওসমান। উত্তর দাও নবাবপুত্রী, ও দেখায় কি পাবে, শান্তি? না, শতগুণ জ্বালা?

আয়েষা। ওসমান, তোমার কাছে আজ আর কোনো কথাই গোপন রাখব না। সত্যিই আমি অনেক সহ্য করেছি। হৃদয় আমার ক্ষতবিক্ষত। এবার আমি সব কিছু ভুলতে চাই। তুমি, তুমি আমায় সাহায্য করো ওসমান—

ওসমান। কি সাহায্য?

আয়েষা। আমাকে একা থেকে আমার অবিনীত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে দাও। দোহাই তোমার, তুমি আর আমার জীবনের পথে জটিল গ্রন্থি রচনা কোরো না। অনেক সহ্য করেছি ওসমান, এ জীবনকে তুমি আর অসহনীয় করে তুলো না।

ওসমান। অনেক সহ্য করেছ? কি সহ্য করেছ নবাবপুত্রী? আমার তুলনায়

কতটুকু, কতটুকু তুমি সহ্য করেছ? জগৎসিংহকে তুমি ক'দিন দেখেছ? ক'দিন তাকে ভালবেসেছ? বাল্যকাল কেটেছে দু'জনের একই খেলাঘরে। তারপর উন্মুখ কৈশোর থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ বিকশিত যৌবনের প্রতিপল, প্রতিমুহূর্ত দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু সঞ্চরণে তোমাকে কামনা করে এসেছি। তোমার রক্তবর্ণ কর্ণাভরণ দুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠেছে আমার রক্তসিক্ত হৃদয়। তোমার চূর্ণীকৃত কালো কুন্তল হাওয়ায় উড়েছে, সেই দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমার তৃষিত বাসনার কালো ভ্রমর। তোমার হাতের কঙ্কন বেজেছে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে আমার সহস্র বীণার দিব্য ঝঙ্কার। সেই তুমি—সেই তুমি—দুদিনের পরিচিত, নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, অন্য নারীর প্রেমে হৃদয় উৎসর্গীকৃত এক রাজপুত্রের অবাঞ্ছিত প্রণয়ে—

আয়েষা। ওসমান, ওসমান, আর বোলো না, আমি আর সহ্য করতে পারি না! দুটি পায়ে পড়ি তোমার। তুমি ক্ষান্ত হও ওসমান; এর চেয়ে তুমি আমায় মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও—

ওসমান। মৃত্যু! না, মৃত্যু কামনা করে যে, সে ভীরু, সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত। এসো নবাবপুত্রি, আমরা বাঁচি—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে বাঁচি—

আয়েষা। সংগ্রাম!

ওসমান। হ্যাঁ, জগৎসিংহ তোমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য—তবু জানি, তুমি তাকে ভুলতে পারবে না। তুমিও আমার পক্ষে দুর্লভনীয়—তবু তোমাকে আমিও ভুলতে পারব না। তাই না পারলাম ভুলতে। এসো, অগ্নিজ্বালা বুকে নিয়ে দুটি উল্কাপিণ্ডের মত পাশাপাশি দুই কক্ষপথে আমরা ছুটে চলি। জানি, কোনোদিন আমরা মিলিত হব না—

আমাদের মিলনের অর্থ সঙ্ঘাত। আর সে সঙ্ঘাতের পরিণাম প্রথমে আগুন, তারপর মহাশূন্যে বিলীয়মান শুধু দুই মুঠো ছাই।

আয়েষা। ওসমান —!

ওসমান। এসো নবাবপুত্রি, কিসের ভয়? কিসের সঙ্কোচ? ওসমান তস্কর নয় যে, অপরের ঐশ্বর্যে হাত বাড়াবে। এসো আমার সঙ্গে —

আয়েষা। তোমার সঙ্গে?

ওসমান। হ্যাঁ, শুনছ না? মিলনের বাঁশী বাজছে! ও বাঁশী আমাদের জন্য নয়। এখানে চারিদিকে ফুল্লকুসুমিত উপবন। এ কুসুম গন্ধ আমাদের গ্রহণীয় নয়। চলে এসো, চলে এসো নবাবপুত্রি! পুষ্পগন্ধ আমরাও পাব, — যখন কবরের ওপর একটি একটি করে ফুল ফুটবে আর একটি একটি করে ঝরে পড়বে!

আয়েষা। তবে তাই চলো ওসমান, তাই চলো। এই বাঁশী, এই ফুল, এ আমাদের জন্য নয়। মাটির ওপরে আমরা কিছুই দাবি করব না — চলো, দেখি কি আছে এই মাটির কোমল আস্তরণের অন্তরালে!

(ওসমান ও আয়েষার প্রস্থান। নেপথ্যে বাঁশীর সুর সকরুণ হইয়া উঠিল। চন্দ্রালোকিত আকাশে যেন মেঘের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। না, মেঘ নয় শেষ যবনিকা নামিয়া আসিল)
